রিযক

হালাল উপার্জন

কায়সার আহমাদ

দারুস সালাম রিসার্চ টিম কর্তৃক প্রণীত

রিযক
হালাল উপার্জন

অনুবাদ ও সম্পাদনা
কায়সার আহমাদ

মুসলিম ভিলেজ

রিযক (হালাল উপার্জন)

দারুস সালাম রিসার্চ টিম কর্তৃক প্রণীত

অনুবাদ ও সম্পাদনা: কায়সার আহমাদ

প্রকাশক: মুহাম্মদ মামুন বেপারী।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর -২০১৯
প্রকাশনায় : মুসলিম ভিলেজ
(৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০

Email: mvillagebd@gmail.com,
মোবাইল: ০১৭১১১৭৮৩১৪,
০১৯১৫২২১৯৭৫)।

মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি,
যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু

অর্পণ

আমার প্রাণপ্রিয় অগ্রজ ফায়সাল এবং অনুজ সায়েম-এর উদ্দেশ্যে

হে আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে

তাদেরকে কল্যাণ দান করুন। আমিন।

-কায়সার আহমাদ

অবতরণিকা

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র জন্য। যিনি আমাদের অজস্র নিয়ামত দান করেছেন। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সকল কিছু। মানুষের চাহিদার সকল কিছু তিনি আমাদের সরবরাহ করেন। তিনিই একমাত্র রিযকদাতা। অগনিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির শিরোমণি নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

ইসলাম শুধু কতিপয় ইবাদতের নাম নয়। ইসলাম কেবল সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম হল ধর্ম, সভ্যতা, চারিত্রিকতা, অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম হল ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার বিষয়। মানুষের জীবনের সাথে জীবিকা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে। তাই ইসলামে রয়েছে সুবিন্যস্ত এবং বিস্তারিত জীবিকার বিধান। একজন মুসলিম অবশ্যই এই বিধানের অনুসরণ করবে। কেননা ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া থেকে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কর্ম একজন মুসলিম ইসলামিক বিধান অনুযায়ী করতে বাধ্য। এটাই হল আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেকে সালাত সিয়াম-পালন করেন, কিন্তু মু'আমলাত তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন বিষয়ে ইসলামের বিধান জানার এবং মানার চেষ্টা করেন না। এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। তাই দীর্ঘ দিন ধরে 'রিযক' বিষয়ে লেখার ইচ্ছে পোষণ করছিলাম। এরইমধ্যে বন্ধুবর প্রকাশক মামুন ভাই, আন্তর্জাতিক জনপ্রিয় প্রকাশন 'দারুস সালাম'-এর রিসার্চ টিম কর্তৃক প্রণীত 'Rizq- Lawful Earnings' বইটি আমাকে দেখান। রিযক বিষয়ে বইটি আমার কাছে সুবিন্যস্ত, সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ মনে হওয়ায় মৌলিক বই রচনার চিন্তা বাদ দিয়ে এটির অনুবাদে হাত দিই।

রিযক বিষয়ে বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও প্রায়ই সকল আলোচনা এখানে এসেছে। বই-তে রয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে 'ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি' সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হারাম লেন-দেন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে রিযক বৃদ্ধির ১৮-টি আমল ও উপায় জানানো হয়েছে।

বইটির উপস্থাপন আরো উন্নত এবং দলিল নির্ভর করার উদ্দেশ্যে কিছু সম্পাদনা করা হয়। মূল গ্রন্থে যে সকল হাদিসের ইবারত (আরবী পাঠ) ছিল না তা এখানে সংযুক্ত করা হয়; হাদিসের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে মূল বইতে শুধু মাত্র হাদিস গ্রন্থের নামোল্লেখ করা ছিল, আমরা যথাযথ ভাবে তাখরিজ (হাদিস সংগ্রহ) করে হাদিস নাম্বার যুক্ত করি, পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদিসের সূত্রও উল্লেখ করি; মূল গ্রন্থে হাদিসের মান উল্লেখ করা হয়নি, আমরা এখানে সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের হাদিস গুলোর মান উল্লেখ করেছি; কিছু বিষয় সহজ উপস্থাপনের জন্য টিকায় উদাহরণ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা যুক্ত করেছি। কোনো বিষয়ে ওলামাগনের ভিন্নমত থাকলে সেটাও উল্লেখ করে দিয়েছি। পরিশেষে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে "সুদের বিষাক্ত ছোবলের মুখে বর্তমান সমাজ" নামে একটি পরিশিষ্ট যুক্ত করি। আশাকরি এতে পাঠক উপকৃত হবেন।

বইটির সহজ সাবলীল অনুবাদ এবং উন্নত উপস্থাপনের আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি তবুও মানুষের দ্বারা ভুল হয়ে থাকে। দুর্বল হাতের অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, বাক্যে বা শব্দ প্রয়োগে গরমিল থাকতে পারে, আশা করি পাঠক তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং আমাদের অবহিত করবেন।

মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। দু'আ করি, আল্লাহ লেখক, অনুবাদক ও পাঠককে পূর্বসূরিদের আদর্শ, ঈমান ও বীরত্ব দান করুন। পুরো জীবন ইসলামের সাজে সজ্জিত করার তাওফিক দান করুন, এবং হালাল ও উত্তম রিযক দান করুন। আল্লাহ এই কিতাবকে কবুল করুন এবং নাযাতের মাধ্যম বানান। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন।

কায়সার আহমাদ
১৮ রবিউল আওয়াল, ১৪৪১ হিজরি
১৭ নভেম্বর, ২০১৯
রাত- ৩ টা ৩৮ মিনিট।

বহুল-ব্যবহৃত চিহ্ন

আরবি শব্দ	যার নামের পর উল্লেখ করা হয়	বাংলা অর্থ
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা	আল্লাহ	তিনি পবিত্র ও সুমহান
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	নবী মুহাম্মাদ (সা)	আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন
আলাইহিস সালাম	একজন নবি বা একজন ফেরেশতা	তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক
আলাইহিমাস সালাম	দুইজন নবি বা দুইজন ফেরেশতা	উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক
আলাইহিমুস সালাম	দুয়ের অধিক নবি অথবা ফেরেশতা	তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক
রাযিয়াল্লাহু আনহু	একজন সাহাবি	আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন
রাযিয়াল্লাহু আনহা	একজন মহিলা সাহাবি	আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন
রাযিয়াল্লাহু আনহুম	একাধিক সাহাবি	আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন
রহিমাহুল্লাহ	বিগত শাইখ	আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন
হাফিজাহুল্লাহ	জীবিত শাইখ	আল্লাহ তাঁকে হিফাযত করুন

সূচনা

নাসিহা এবং ইসলামে নাসিহার গুরুত্ব

إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র। আমরা মহান রবের প্রশংসা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করি, এবং কেবল মাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। আমরা আমাদের আত্মার এবং কর্মের অনিষ্ঠতা ও অকল্যান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাকে ভয় করা উচিত, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।" –(সূরা ইমরান- ১০২)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।" –(সূরা নিসা- ১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ক্রটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" –(সূরা আহযাব- ৭০-৭১)

أَمَّا بَعدُ، فَإِنَّ أَصدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيرَ الهَدي هَديُ مُحمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

অতপর,

নিশ্চয় আল্লাহর কথা হল সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কথা, এবং সর্বত্তোম পথ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ। আর সবচে বাজে বিষয় হল নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ বিদ'আত। নিশ্চয় প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যায়।[1]

নাসিহা নবি-**রাসুলগনের** অন্যতম বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর পথে আহবানকারী দায়ীদের একটি অন্যতম গুণ হল মানুষদের নসিহত করা, উত্তম উপদেশ দেয়া। নিশ্চয় এটা প্রত্যেক মু'মিনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ নূহ

আলাহিস সালাম এবং তার কাওমের কথোপকথন কুর'আনে বর্ণনা করেছেন। যখন নূহ আলাহিস সালামের কাওম তাকে পথভ্রষ্ট বলে দাবী করে বলল,

إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।'

তখন নূহ আলাহিস সালাম তা রদ করে, তাদের উত্তম উপদেশ দেন,

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসুল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জান না, আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি।" (সূরা আরাফঃ ৬১-৬২)

একই ভাবে আল্লাহ কাওমের প্রতি নবি হুদ আলাহিস সালামের দাওয়া বর্ণনা করেন-

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ

"তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ, এবং তোমাকে আমরা তো একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।'"- (সূরা আরাফ- ৬৬)

জবাবে তিনি বলেন,

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

"সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসুল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী (উপদেষ্টা)।'" -(সূরা আরাফঃ ৬৭-৬৮)

অতএব এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর জন্য কাওকে নসিহত করা নবি রাসুলগণের উত্তম গুণ এবং বৈশিষ্ট্য। আর প্রত্যেক মুসলিমকেই নাসিহ (নাসিহা দান কারী) ব্যক্তি হতে হবে।

জারির বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে আরয করলাম, আমি আপনার নিকট ইসলামের বায়'আত নিতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত দিয়ে বললেন, আর সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করবে। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এ শর্তের উপর বায়'আত নিলাম। এ মসজিদের প্রতিপালকের শপথ! আমি তোমাদের মঙ্গল কামনাকারী।"[2]

তামীম ইবনু আওস আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত- নবি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"দ্বীন হচ্ছে নাসিহা (কল্যাণকামনা)"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম- কার জন্য? তিনি বললেন-

لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য।"[3]

সোনালী উপদেশ সিরিজ

ইসলামে নাসিহার গুরুত্ব এবং বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অবস্থা বিবেচনা করে, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স 'সোনালী উপদেশ সিরিজ' শিরোনামে উপদেশ মূলক বেশ কিছু বই প্রণয়ন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। বিভিন্ন বিষয়ে আলাদা করে এই সিরিজে গ্রন্থ রচনা

করা হবে। ইং শা আল্লাহ। প্রতিটি বিষয় কুর'আন এবং সুন্নাহর আলোকে, সালাফদের বুঝ মোতাবেক আলোচনা করা হবে। এখানে আকিদা থেকে শুরু করে ইবাদাত এবং মু'আমালাত প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

প্রতিটি বই হবে সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং সাবলীল, কিন্তু বিষয়সূচী থাকবে উন্নত এবং সর্বোচ্চ উপকার লাভ করার মত। বিইযনিল্লাহ। প্রথমে আমরা এই সিরিজে ১০-টি বই রচনা করব। আমরা আশা করি, ইং শা আল্লাহ ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আরো বাড়বে। আপনাদের এখন যে বই উপহার দিতে পেরেছি, সেটা হল 'রিযক এবং হালাল উপার্জন' বিষয়ক নাসিহা।

এই গ্রন্থ এবং সিরিজের মধ্যে যা সত্য, ভালো এবং উপকারী তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-র পক্ষ হতে, এবং এখানের সকল ভুল-ত্রুটি-অপরিপক্কতা শয়তানের পক্ষ হতে। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই প্রয়াস কবুল করে নিন, এবং নাযাতের মাধ্যম বানান।

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ-র। যিনি আমাদের প্রতিপালক। শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তার পরিবার এবং সাহাবিদের উপর, এবং তার অনুসারীদের উপর- যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অন্ধ অনুসরণ করবে।

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
রিয়াদ, সৌদি আরব
রমাদান, ১৪২৮ হিজরি
সেপ্টেম্বর, ২০০৭

আল-হাদিস

রিফাহ বিন রাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল,

'সর্বত্তোম উপার্জন কোনটি?'

তিনি বলেন,

أطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"নিজ হাতে কাজ করে এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় সেটাই সর্বোত্তম"[4]

অধ্যায়-১: ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি

ইসলাম শুধু সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি আমলের নাম নয়। ইসলাম হল পরিপূর্ণ দ্বীন। ইসলাম একজন বান্দার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কর্মের পদ্ধতি ও দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর যে স্বীয় আত্মাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ি জীবন পরিচালিত করে তাকেই বলা হয় দ্বীনদার। জীবিকা নির্বাহ তথা উপার্জন হল একজন মানুষের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে জীবিকা নির্বাহের, হালাল উপার্জনের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। জীবিকা নির্বাহে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে আলোচনা করা হল-

- **মহান আল্লাহ হলেন রিযক সরবরাহকারী**; অতএব আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট রিযক চাইবো। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ

"আমি আপনার কাছে কোন রিযক চাই না। আমি আপনাকে রিযক দেই" (সূরা তা'হাঃ ১৩২)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

"দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি।" (সূরা ইসরাঃ ৩১)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।" (সূরা যারিয়াতঃ ২২-২৩)

- রিযক তালাশ করা বান্দার দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের রিযক নির্ধারিত করে রেখেছেন কিন্তু তবুও বান্দাকে তা তালাশ করতে হবে। বস্তুত, মহান আল্লাহ রিযক সরবরাহ করে থাকেন তার মানে এই নয় যে, আমরা তা তালাশ না করে বসে থাকব। আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন এটার অর্থ হল- যখন আমরা ক্ষুধা অনুভব করব তখন ক্ষুধা নিবারণের উপায় উপকরণ না খুঁজে এক স্থানে বসে থেকে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকব না বরং আমরা আমাদের ক্ষুধা নিবারণের সরঞ্জাম খুঁজব এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখব যে তিনি তার নির্ধারিত রিযক থেকে আমাদের তৃষ্ণা মিটাবেন এবং আহার দান করবেন।

অন্যান্য জীবনোপকরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারিত করেননি এমন কোনো রিযক আমরা কখনোই পাবো না কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য নির্ধারিত রিযিকের তালাশ করব।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা জুমূআঃ ১০)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে।"[5]

আমাদের মধ্যে কেউ হয়ত ভুল বুঝতে পারে যে, এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন- আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা আমাদের রিযক পেয়ে যাব। কিন্তু, শেষের বাক্য খেয়াল করলেই আমরা বুঝতে পারব যে হাদিসে এমনটা বলা হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাখিরা বাসায় বসে থাকে না বরং তারা বাইরে বের হয়ে যায় (অর্থাৎ রিযক অনুসন্ধান করে)।

- ইসলামে অনুমোদিত পন্থায়[6] রিযক অনুসন্ধান করতে হবে। আর তাই জীবিকা নির্বাহের যে সকল পদ্ধতি ইসলাম হারাম করেছে তা আমাদের জানতে হবে। অন্যথায় আমরা হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকতে পারব না। এটাই হল কর্ম পদ্ধতি।[7]
- ইসলামে অনুমোদিত পন্থায় রিযক ব্যয় করতে হবে। হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ হালাল পথে ব্যয় করার জন্য আমাদেরকে ব্যয়ের অনুমদিত খাত সমূহ জানতে হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইসরাঃ ২৬-২৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

হাশরের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো আদম সন্তান তার পা এক কদমও নাড়াতে পারবে না; সেই প্রশ্ন হলো- তার জীবনের সময়গুলো সে কোন কাজে ব্যয় করেছে, (বিশেষ করে) তার যৌবনকাল সে কোন কাজে লিপ্ত রেখেছে, সে কিভাবে তার অর্থ উপার্জন করেছে, তার অর্জিত অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে কোন পথে ব্যয় করেছে এবং সে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছে, সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।[8]

কর্ম ও প্রচেষ্টা

ইসলাম মানুষকে কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে হালাল উপার্জন করতে উৎসাহিত করে। ইসলামে পেশা বলতে শুধু হালাল পেশাকে বুঝানো হয়। অনুমোদিত পন্থায় যে কোনো কাজ করা যেতে পারে। তা হতে পারে কোনো কিছু উৎপাদন, বাণিজ্য বা চাকরি ইত্যাদি। জীবন ধারণে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছু আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তা ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলে এবং তা থেকে ফায়দা নিতে পারে। ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রম নিয়োগ ও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ পৃথিবীর বহু কিছু আমাদের আয়ত্তাধীন করেছেন, এটা হল আল্লাহ প্রদত্ত এক নিয়ামত। জীবিকা ও কর্ম প্রচেষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামতের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার আওতাধীন বস্তু হতে ফায়দা নেয়াকেও আল্লাহ ইবাদতে শামিল করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

"আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।" (সূরা আরাফঃ ১০)

তিনি আরো বলেন-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

"তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযক আহার কর।" (সূরা মূলকঃ ১৫)

আল্লাহর উপর ভরসা

জীবিকার্জনে কর্ম প্রচেষ্টা নিয়োগ করা, সংগ্রাম করা হল আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখার একটি নিদর্শন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে।"[9]

অর্থাৎ মানুষ বাহিরে বের হবে আবার ঘরে ফিরে আসবে, এই প্রচেষ্টায় আল্লাহ তাকে রিযক দান করবেন। শুধু শুধু কিছু না করে বসে থাকবে, আর আল্লাহর উপর ভরসা আছে বলে দাবী করবে তা হবে না।

কর্ম ও পেশায় আত্মনিয়োগে ইসলামের উৎসাহদান

ইসলাম বিভিন্ন পেশা ও কর্মে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত পেশা সমূহে -

ব্যবসা-বানিজ্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণিক হিসেবে কাজ করেছেন। বিশেষত তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য করেছিলেন। প্রথমে তাঁর চাচার সাথে, এবং পরে উম্মুল মু'মিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে ব্যবসা করেছেন। সাহাবাকেরামের জামায়াতে বেশ সংখ্যক সম্পদশালী সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, উসমান, আব্দুল রহমান ইবনে আউফ, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং অন্যান্য সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করেছিলেন, এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তা ব্যয় করেছেন।

আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তেজারত করতেন এবং হিজরতের পূর্বে ও পরে উভয় সময়ে নিজের সম্পদ ইসলাম ও মুসলিমের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ সম্পদই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন।

এমনিভাবে, উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র মুজাহিদদের অস্ত্র ও বাহন সরবরাহ করতেন, এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের প্রয়োজনে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অগণিত টাকা ব্যয় করেছিলেন। সালাফগণ পরস্পরকে এবং তাদের ছাত্রদেরকে 'বাজারে লেগে থাকতে' উদ্বুদ্ধ করতেন। ফিকহি গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মুআমালাত অর্থাৎ লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা।

যাইহোক, হালাল উপার্জনের ইসলামে অনুমোদিত যতগুলো পদ্ধতি ও পেশা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও উত্তম পদ্ধতি হল ব্যবসা-বানিজ্য।

চাষাবাদ

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সদাকাহ্ বলে গণ্য হবে।"[10]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

"যে ব্যক্তি মৃত জমিকে পুনর্জীবিত করে সে জমি তারই।"[11]

হস্তশিল্প ও শ্রম নির্ভর পেশা

মিকদাম রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নাবী দাউদ আলাহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[12]

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, "কোন প্রকার উপার্জন সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বলেন,

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

"নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম"[13]

অন্যত্র একটি হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

"তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাক, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা তার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করা, চাই তাকে দান করুক বা না করুক তার চাইতে উত্তম। "[14]

উপার্জন এক প্রকারের সাদাকাহ

হাদিসে উপার্জন করাকে সাদকা বলা হয়েছে অর্থাৎ কেউ কাজ করলে বা উপার্জন করলে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। উপার্জনের মাধ্যমে সাদকা করার উপকরণও হাসিল হয়। আবু মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ

"প্রতিটি মুসলিমের সদাকাহ করা আবশ্যক"

সাহাবীগণ আরয করলেন, 'কেউ যদি সদাকাহ দেয়ার মত কিছু না পায়?' তিনি উত্তরে বললেন,

يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ

"সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সদাকাহও করতে পারবে। "[15]

আল্লাহ মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণকে কাজ করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন- যাতে করে তাঁরা পুরো মানব জাতির জন্য উদাহরণ হতে পারেন। নবীগণ বিভিন্ন ধরণের পেশায় কাজ করেছেন। তাঁরা কর্মক্ষেত্রে ও হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা মেষ চরানো, লৌহকর্ম, ব্যবসা-বানিজ্যসহ বিভিন্ন কাজে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। এ সম্পর্কে কুর'আন ও হাদিসে বহু আলোচনা রয়েছে।

কুর'আনে এসেছে, একজন সৎ ব্যক্তি মুসা আলাহিস সালামকে প্রস্তাব দিচ্ছেন-

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

"আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে।" (সূরা কাসাসঃ ২৭)

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ

"আল্লাহ যত নবীই পাঠিয়েছেন সবাই মেষ চরিয়েছেন। "

সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

"হ্যাঁ আমিও। আমি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীর মেষ চরাতাম। "[16]

মিকদাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"আল্লাহর নাবী দাউদ আলাহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[17]

নবি ও রাসুলের ওয়ারিশ সালফে সালেহিন ও দ্বীনের রাহবারগণ একই ভাবে নিজ হাতে উপার্জন করতেন। আল্লাহ ওয়ালা এই ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে বস্ত্র তৈরি, নির্মাণ শিল্প, খেজুর ও কাপড়ের ট্রেডিং, বণিকসহ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন।

ইসলামে হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা দাবী করার কোনো সুযোগ নেই- বল প্রয়োগ করে সম্পদ দখল, আত্মসাৎ, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, জুয়া, সুদ ইত্যাদি কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। এই হারাম উপায়ে কেউ সম্পদ অর্জন করলে কিংবা এই হারাম কাজে কেউ লিপ্ত হলে ইসলামি দণ্ডবিধি অনুসারে তাকে শাস্তি পেতে হয়। ইসলামি সমাজে মানুষ শুধু হালাল পথে রিযক অনুসন্ধান করতে বাধ্য।

ভিক্ষাবৃত্তি এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা

কুর'আনে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা মুসলিমদের উৎসাহ দান করছেন, ঐ সকল লোকদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার জন্য, যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে না যদিও তারা অভাবী। এমন লোকদের খুঁজে বের করে সাহায্য করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"দান খয়রাত ঐ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর কাছে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলিল চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত।" (সূরা বাকারাঃ ২৭৩)

ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় না বরং কঠোর ভাবে এটা করতে নিষেধ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"যে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে, সে এমন অবস্থায় বিচারের দিন উপস্থিত হবে যে তার মুখে কোন মাংসই থাকবে না।"[18]

অপর এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَكْثِرْ

"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের মাল চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জাহান্নামের অঙ্গার চেয়ে বেড়ায়। অতএব সে তা কম সংগ্রহ করুক বা বেশী সংগ্রহ করুক।"[19]

সচ্ছল ব্যক্তিকে দান করা নিষিদ্ধ- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

"ধনী, নিরভাবী এবং সুস্বাস্থ্য ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া বৈধ নয়"[20]

হাদিসে শুধু তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য ভিক্ষা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নাবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

"ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়। (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর রক্তপণ আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম।"[21]

রিযকে বরকত লাভ

সৎকর্ম করলে আল্লাহ মু'মিনদের হালাল পথে অর্জিত রিযকে বরকত দান করবেন। মুসলিমদের উত্তম কর্ম করতে এবং তাকওয়াবান হতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং

এর বিনিময়ে আল্লাহ রিযক প্রশস্ত করার ওয়াদা করেছেন।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।" (সূরা আরাফঃ ৯৬)

একই ভাবে হাদিসে রিযক বৃদ্ধি করতে চাইলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখার নসিহত করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তার রিযক (জীবিকায়) সচ্ছলতা দেয়া হোক এবং তার অবদান আলোচিত হোক (দীর্ঘায়ু দেয়া হোক) সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। "[22]

অর্থাৎ সৎকর্ম করলে আল্লাহ রিযক বৃদ্ধির মাধ্যমে বান্দাকে পুরস্কৃত করেন। এই পুরস্কারের আশায় মানুষকে সৎকর্ম করতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। আবার অন্যদিকে অসৎকর্ম এবং নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ রিযক ছিনিয়ে নেন। এভাবে অসৎকর্মের প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন,

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির।" (সূরা নাহলঃ ১১২)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا

"নিশ্চয়, ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের (পাপের) কারণে রিযক হতে বঞ্চিত করা হবে"[23]

ইসলাম ধনী (অর্থাৎ হালাল পথে আত্মনির্ভরশীল) হবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করতে উৎসাহিত করে। এটা সহিহ মুসলিমে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।"[24]

সকাল সন্ধ্যায় পঠিত মাসনুন একটি দু'আ হল-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র জীবিকা ও গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।"[25]

অবশ্য অন্যদের ভালোবাসা এবং তাদের জন্য ভালো কিছু কামনা করার একটি নিদর্শন হল আল্লাহর নিকট তাদের সম্পদ বৃদ্ধির দু'আ করা। ইমাম বুখারি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দু'আ করেছেন,

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ

"হে আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিন।"[26]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং উরওয়া বিন যা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর ব্যবসায়ের বরকতের জন্যও দু'আ করেছিলেন।[27]

সম্পদ হল জীবন-যাত্রা অবলম্বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দ্বীন ও দুনিয়াবি উভয় বিষয়ে সম্পদ সাহায্য করে। কুর'আনে কারিমায় আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوٰلَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

"আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না।" (সূরা নিসাঃ ৫)

হাদিসে কুদসিতে এসেছে মহান আল্লাহ বলেন, "আমরা সম্পদ প্রেরণ করেছি যাতে নামায কায়েম করা হয় এবং যাকাত আদায় করা হয়।"[28]

একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ

"আবু বকরের ধন সম্পদ ব্যতিত অন্য কারো ধনসম্পদ আমার এত উপকারে আসেনি"[29]

কুর'আনে অসংখ্যবার জিহাদের আলোচনায় জান ও মালের সাহায্যে জিহাদ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক জিহাদের পূর্বে জিহাদ বিল মালের উল্লেখ পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের পর সচ্ছলতা, অভাবের পর ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়াকে বান্দার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত হিসেবে পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

"তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।" (সূরা আদ-দুহাঃ ৮)

তিনি আরো বলেন,

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

"যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" (সূরা কুরাইশঃ ৪)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্যবসা এবং বানিজ্য হল অতি প্রয়োজনীয় দুটি বিষয়, কেননা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ ও বৈধ পথে রিযক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন।

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারাঃ ২৭৫)

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা জুমু'আঃ ৯-১০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সকল লোকদের প্রশংসা করেছেন যারা রিযক অনুসন্ধানের পাশাপাশি যথাযথ ভাবে ইবাদত করে-

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা নূরঃ ৩৬-৩৭)

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এই আয়াতে কারিমায় মুসলিমদের একটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যে তারা ব্যবসা-বানিজ্য ও লেনদেনে ব্যস্ত থাকে কিন্তু যখন নামাজের সময় হয় ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে ইবাদতের জন্য ধাবিত হয়।

لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

"যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।"

আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে শুধু মাত্র তাঁর কাছে রিযক তালাশ ও শুধু মাত্র তাঁর ইবাদাত করতে আদেশ করেছেন, কেননা তিনিই হলেন রিযকদাতা এবং একমাত্র ইবাদাত

পাওয়ার হকদার।

فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবুতঃ ১৭)

অতএব, ব্যবসা-বানিজ্য তথা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুসরণ করতে হবে, আর এতেই রয়েছে কল্যাণ। যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর।

ক্রয়-বিক্রয় অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় বিষয়, যতক্ষন না এটা ইবাদাতে ব্যাঘাত না ঘটায় অথবা মসজিদে জামায়াতে নামাজ ছুটে যাওয়ার কারণ হয়ে না দাড়ায়। যদি ব্যবসায়ের ব্যস্ততা আমাদের ফরজ ইবাদত আদায়ে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা নিন্দনীয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ،

"সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদের সাথে থাকবেন।"[30]

অর্থাৎ যে সকল ব্যবসায়ী সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ আমানতদারীর সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন সম্পাদন করেন তারা হাশরের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবেন। সুবহানআল্লাহ! কত বড় সম্মানের বিষয়! নবী ও সিদ্দিকের স্থানে, শহীদদের সাথে দাঁড়ানো, কত বড়ই না অর্জন। এর মাধ্যমে পেশা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের উচ্চ-মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে। একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, "কোন প্রকার উপার্জন সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বলেন,

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"নিজ হাতে কাজ করে এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম"[31]

তিনি আরো বলেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ক্রটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ক্রটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।"[32]

অতএব, জীবিকা নির্বাহের সবচে' উত্তম পদ্ধতি হল ব্যবসা, যদি তা সততা ও আমনতদারীতার সহিত করা হয়। আর যদি ব্যবসায়ে মিথ্যা, প্রতারণা, ছলনা, জালিয়াতি, ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয় তাহলে তা হবে উপার্জনের সবচে' নিকৃষ্ট পদ্ধতি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার বাজারে ক্রয় বিক্রয়রত এক ব্যবসায়ীদলের সামনে থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ

"হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!"

তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড় ও চোখ উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। তিনি বললেন,

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

"কিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম।"[33]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম কাজ করতে উৎসাহিত করে এবং ভিক্ষাবৃত্তি করতে নিরুৎসাহিত করে। হাদিসে আমরা দেখি কোনো কোনো সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের অন্যের নিকট কিছু চাইতে বারণ করেন, নিরুৎসাহিত করেন এবং নিজ হাতে জীবিকা নির্বাহের প্রতি প্রেরণা দান করেন। আমাদের সকালের কর্মে বরকতের জন্য তিনি প্রার্থনা করে বলেন,

"হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকালবেলাকে বরকতপূর্ণ করুন।"[34]

আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা এক আনসারী ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট চাইতে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ

"তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?"

লোকটি বলল, 'অবশ্যই আছে। জিনপোশের একটি কাপড়; যার অর্ধেক পরি ও অর্ধেক বিছাই। আর একটি বড় পাত্র; যাতে পানি পান করি।' নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ائْتِنِي بِهِمَا

"সেগুলো নিয়ে এস"

লোকটি তা নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বললেন,

مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ

"এ দুটিকে কে কিনবে?"

এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব।' নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ

"কে এক দিরহাম থেকে বেশী দেবে?"

এ কথা তিনি ২ অথবা ৩ বার বললেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, 'আমি ২ দিরহাম দিয়ে কিনব।' তিনি ২ দিরহামের বিনিময়ে ঐ জিনিস দুটিকে বিক্রয় করে দিলেন। অতঃপর ঐ দিরহাম আনসারীকে দিয়ে বললেন,

اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ

"এর মধ্যে এক দিরহাম দিয়ে তুমি খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর অপর একটি দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে নিয়ে আমার কাছে এসো।"

লোকটি তাই করল। কুড়ালটি নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। তিনি নিজ হাতে তাতে একটি কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিয়ে বললেন,

اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

"যাও এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং তা বিক্রয় কর। আর যেন আমি পনের দিন তোমাকে না দেখতে পাই।"

লোকটি নির্দেশমত চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। অতঃপর একদিন সে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তখন সে ১০ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড় কিনল এবং কিছু দিয়ে খাবার। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

"কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কালো দাগ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে এটা তোমার জন্য উত্তম। আসলে তিন ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়; (১) অত্যন্ত অভাবী, (২) চূড়ান্ত দেনা বা জরিমানা দায়ে আবদ্ধ অথবা (৩) পীড়াদায়ক (খুনীর) রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।"[35]

হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন,

يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা লোভহীন অন্তরে গ্রহণ করে, তার তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বারকাত দেয়া হয় না। তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে আহার করে কিন্তু পেট পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম।"

হাকীম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন আপনার পর আমি দুনিয়া হতে বিদায় নেয়া পর্যন্ত আর কারো মাল আকাঙ্ক্ষা করব না।'

পরে আবূ বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ভাতা নেয়ার জন্য ডাকতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ভাতা দানের উদ্দেশে ডাকলেন কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে মুসলিমগণ। আমি হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সম্পদ হতে অংশ রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।" এভাবে হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আর কারো কাছ হতে আমৃত্যু কিছুই গ্রহণ করেননি।[36]

কাবিসা বিন মাখরেক আল হিলালী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ঋণগ্রস্ত ছিলাম, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সাহায্য চাইলাম। তিনি তখন বলেন,

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

"সাদাকাহ আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা কর"

অতপর তিনি বলেন,

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

"ওহে কাবিসা, নিশ্চয়ই ভিক্ষা করা তিনটি কারণ ব্যতীত হালাল নয়। (ক) যদি কোন ব্যক্তি ঋণের জামিন হয় এবং ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তবে সে ঋণ পরিশোধ করার জন্য ভিক্ষা করা হালাল যে পর্যন্ত না জামিনের পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়। তার পরই সে ভিক্ষা হতে নিবৃত্ত হবে। (খ) যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে জীবিকা না পাওয়া পর্যন্ত অথবা (তিনি) বলেছেন, জীবিকার অবলম্বন না পাওয়া পর্যন্ত ভিক্ষা করা হালাল। (গ) যদি কোন ব্যক্তি কল্পনাতীত অভাবে পতিত হয় যে পর্যন্ত না তার সমাজ থেকে তিনজন সুবিবেচক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, এ ব্যক্তি এরূপ অবিশ্বাস্য দারিদ্রে নিপতিত (যে দারিদ্রে ভিক্ষা ভিন্ন জীবিকার উপায় নেই) যে ভিক্ষা করতে পারে। এ অবস্থায় ভিক্ষা করা হালাল যে পর্যন্ত না সে জীবিকার সন্ধান করতে পারে। ওহে কাবিসা, এছাড়া যে কোন কারণে ভিক্ষা হারাম এবং ভিক্ষা গ্রহণকারী হারাম অন্নই গ্রহণ করে।"[37]

আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দিলেন, পুনরায় তারা চাইলে তিনি তাদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন,

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে ব্যক্তি (ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।"[38]

আমরা হাদিসে দেখি, ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি করতে চরম ভাবে নিরুৎসাহিত করেছে আর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছে, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু আজকের

সমাজে আমরা পুরো উল্টো চিত্র দেখতে পাই, মানুষ কাজ না করে ভিক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, মানুষের নিকট চাইতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অধ্যায়-2: ইসলামে নিষিদ্ধ লেন-দেন এবং উপার্জনসমূহ

ব্যবসায়িক লেনদেন এবং উপার্জনের অন্যান্য পথ-পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামিক বিধি-বিঁধানের আলোকে নির্ধারিত হতে হবে। ইসলামে ইবাদাত শুধু নামাজ, কুর'আন পাঠ, রোযা রাখা, যাকাত দেয়াতে সীমাবদ্ধ নয় বরং মু'মিনের জীবনের সকল কিছু হতে হবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায়। মু'আমালাত, মু'আশারাত-সহ সকল কিছু। বর্তমান যুগের ট্রেন্ড হল, মানুষ নামাজ-রোজার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করে। অথচ ইসলামের হুকুম, পরিধি ও আওতা খুবই ব্যাপক। ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় চলতে হলে ইসলামের অনুমোদিত উপার্জনের খাতসমূহ জানতে হবে, জানতে হবে অনুমোদিত পেশা ও লেনদেনসমূহ সম্পর্কে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলেছেন। সেগুলো হল হারাম উপার্জনের মাধ্যম। কোনো লেন-দেন পেশা বা পন্থাকে কেন হারাম করা হয়েছে তার হিকমত বান্দার জানা থাকতে হবে এমনটা জরুরি নয়, তবে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে হারাম লেনদেনের নেতিবাচক দিকগুলো সহজেই বুঝে আসে। সাধারণত এই সকল লেন-দেন মানুষকে ন্যায় ও ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করে, অর্থবাজারে অসমতা তৈরি করে, পুরো মানব জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এই ধরনের হারাম লেনদেনের কারণে আমরা দেখি আজ সমাজে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে এবং গরীবরা হচ্ছে আরো গরীব। ইসলামে নিষিদ্ধ লেন-দেনসমূহ-

১. রিবা (সুদ)

আল্লাহর বাণী,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারাঃ ২৭৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

"আল্লাহ লানত করেছেন সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর"[39]

তিনি আরও বলেছেন,

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية

"কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সুদ গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন (পাপ) হবে"[40]

সুদ কত বড় জঘন্য বিষয় তা জানানোর জন্য রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه

"সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আপন মাকে বিয়ে (মায়ের সঙ্গে জিনা) করা।"[41]

রিবার প্রকারভেদ

সুদ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথমটি হল রিবা আল কারয। এটাকে রিবা আন-নাসিয়্যাহও বলা হয়। এই প্রকারের সুদ ঋণের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকার হল রিবা আল বাই। এটাকে রিবা আল-ফাদলও বলা হয়। এটা লেন-দেনের সাথে সম্পৃক্ত।

রিবা আল-কারযঃ লোন বা ঋণের উপর যে সুদ নির্ধারণ হয়ে থাকে সেটা হল রিবা আল-কারয বা রিবা আন-নাসিয়্যাহ। একে মেয়াদী সুদ বলা যায় অর্থাৎ সময়ের বিনিময়ে

অর্জিত সুদ বা চার্জ। এটার অনেক নাম রয়েছে, যেমন রিবা আল-কুর'আন ও রিবা আল-জাহিলিয়্যাহ। সময়ের কারণে ঋণের উপর একটি চার্জ নির্ধারিত হয়, আর এই চার্জই হল সুদ। অন্য ভাবে বলতে গেলে সুদী ঋণ বা লোন এট ইন্টারেস্ট। যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ বা সম্পদ ঋণ নেয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরে মূল ঋণ বা আসল অর্থের সাথে পূর্ব-নির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করার চুক্তি করে তখন এই সুদের উৎপত্তি হয়।[42]

রিবা আল-বাইঃ একই দ্রব্য বা পণ্যের অসম বিনিময়ের মাধ্যমে এই সুদের উদ্ভব হয়। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমান পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় রিবা আল ফদল। অসম বিনিময় হতে পারে পন্যের মানের (কোয়ালিটির) দিক দিয়ে অথবা পন্যের পরিমাণের (কোয়ান্টিটির) দিক দিয়ে। হাদিসের মাধ্যমে এই প্রকার লেন-দেন হারাম প্রমানিত হয়েছে বলে একে রিবা আল-হাদিসও বলা হয়।[43]

উবাইদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

لذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْيٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْيٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

"স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে সমান সমান হবে, চাই তা স্বর্ণের পাত হোক বা স্বর্ণের মুদ্রা এবং রূপার বিনিময় রূপার সাথে সমান সমান হবে, চাই তা রূপার পাত হোক বা রূপার মুদ্রা। গমের সাথে গমের বিনিময়, যবের সাথে যবের বিনিময়, খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় এবং লবণের সাথে লবণের বিনিময় পরিমাণে ও ওজনে সমান হতে হবে। কেউ অতিরিক্ত দিলে বা নিলে তা সুদ সাব্যস্ত হবে। রূপার বিনিময়ে সোনা বা সোনার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করার ক্ষেত্রে পরিমাণে কম-বেশী হওয়া দোষণীয় নয়। তবে আদান-প্রদান নগদে হতে হবে, বাকীতে বিনিময় হতে পারবে না। যবের বিনিময়ে গম অথবা যব বিক্রি করার ক্ষেত্রেও পরিমাণে কম-বেশী হওয়া দোষণীয় নয়, তবে আদান-প্রদান নগদে হতে হবে, বাকিতে নয়।"[44]

পন্যে নিম্নোক্ত ভাবে সুদ সৃষ্টি হতে পারে-

ক) একজন ব্যক্তি একই দ্রব্যের খারাপ কোয়ালিটির বিনিময়ে ভালো কোয়ালিটি খরিদ করলে-

প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একদা বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

هَذَا أَيْنَ مِنْ

"তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে?"

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, 'আমার কাছে কিছু নিকৃষ্টমাণের খেজুর ছিল। আমি তার দুই ছা'-এর বিনিময়ে এক ছা' উন্নতমানের 'বারনী' খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَوْهْ أَوْهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

"সাবধান! সাবধান! এ তো নির্ভেজাল সুদ, এ তো নির্ভেজাল সুদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহলে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর উন্নতমানের খেজুর কিনে নিবে।"[45]

খ) এক প্রকারের দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করতে হলে অবশ্যই উভয় প্রকার দ্রব্যের উপস্থিতি থাকতে হবে, এবং নগদে লেনদেন হতে হবে। বাকিতে হলে তা হবে সুদ। উদাহরণ- রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করতে চাইলে স্বর্ণ ও রূপা নগদে বিনিময় হতে হবে। অথবা খেজুরের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে, খেজুর ও গম উভয়টি যথাস্থানে উপস্থিত থাকতে হবে এবং নগদে বিনিময় হতে হবে। নগদে বিনিময় বা বিক্রয় সম্পন্ন না হয়ে ধারে হলে তা বৈধ হবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ

"রূপার বিনিময়ে সোনা বা সোনার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করার ক্ষেত্রে পরিমাণে কম-বেশী হওয়া দোষণীয় নয়। তবে আদান-প্রদান নগদে হতে হবে, বাকীতে বিনিময়

হতে পারবে না। যবের বিনিময়ে গম অথবা যব বিক্রি করার ক্ষেত্রেও পরিমাণে কম-বেশী হওয়া দোষণীয় নয়, তবে আদান-প্রদান নগদে হতে হবে, বাকিতে নয়।"[46]

অন্যত্র এসেছে, বারা ইবনু 'আযিব ও যায়দ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলেন,

"আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকীতে রূপার বিনিময়ে সোনা কেনা বেচা করতে নিষেধ করেছেন।"[47]

গ) একই প্রকারের দ্রব্য একই পরিমাণে বিনিময় হলে বা বিক্রয় হলে যদি উক্ত দ্রব্য দুটির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে লেন-দেন সুদ বলে গণ্য হবে। সোনার বিনিময়ে একই পরিমানের সোনা অথবা খেজুরের বিনিময়ে একই পরিমানের খেজুর বিক্রয় করলে যদি সেখানে কোনো এক পক্ষের সোনা বা খেজুর অনুপস্থিত থাকে ফলে নগদে বিক্রয় না হয়ে বাকিতে বিক্রয় হয় তাহলে তা হবে সুদী লেন-দেন।

২. ইনস্যুরেন্স (বীমা)

ইনস্যুরেন্স নিয়ে আলেমগন ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন। ইনস্যুরেন্সের মধ্যে তিনটি উপাদান রয়েছে, তথা গারার (অনিশ্চয়তা/ অস্পষ্টতা/ ধোঁকা), মাইসির (জুয়া/গেম্বলিং) এবং রিবা (সুদ)। এই তিনটি উপাদান বিদ্যমান থাকায় ইনস্যুরেন্স সুস্পষ্টভাবে হারাম।

গারার

অজ্ঞতা বা কোনো কিছু গোপন করার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি বা দল কোনো চুক্তি সম্পাদন করে সেটাকে গারার বলা হয়। এছাড়াও গারার বলতে বুঝায়- যখন কোনো চুক্তির ফলাফল অস্পষ্ট, অনিশ্চিত অথবা অজানা থাকে কিংবা দুই বা ততোধিক সম্ভাব্য ফলাফলের মধ্যে একটি হতে পারে এমন অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ইনস্যুরেন্সের প্রত্যেক চুক্তিতে এই উপাদান রয়েছে।

বীমাগ্রহিতা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে গ্রহন করে, বিনিময়ে বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাগ্রহিতাকে ভবিষ্যৎ ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে যে চুক্তি সম্পাদন করে সেটাকে বীমা চুক্তি বলা হয়। সংজ্ঞাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এখানে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা মেনে নিয়ে লেন-দেন সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির সমাপ্তির সময় উভয় পক্ষ একে অপরকে মোট কত টাকা প্রদান করবে সেটা অস্পষ্ট, অনির্ধারিত। যেহেতু ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা (গারার) বিদ্যমান রয়েছে তাই এই চুক্তিটি ইসলামে নিষিদ্ধ। এমন লেন-দেন ইসলামে হারাম।

কুর'আনে কারিমায় ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা; কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ।" (সূরা নিসাঃ ২৯)

মাইসির

মাইসির হল জুয়ার একটি প্রকার। এটা হল কোনো বিনিময় ছাড়া কিছু অর্জন করা, অথবা কাজ ব্যতীত লাভবান হওয়া। যে সকল লেন-দেনে আর্থিক লাভবানের সম্পর্ক কাজ বা মুনাফার সাথে না হয়ে কপালের ফল, ভাগ্যের খেলা, অনুমান বা চান্সের উপর নির্ভরশীল হয়- এমন সকল ব্যবসায়িক লেনদেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

সহজ কথায় প্রত্যেক বীমা চুক্তিই হল মাইসির তথা জুয়া, কেননা এখানে একটি সম্ভাব্যতা থাকে সেটা হল 'যদি'। 'যদি' দুর্ঘটনা হয় তাহলে বীমা প্রতিষ্ঠান হেরে যাবে, অপর দিকে 'যদি' দুর্ঘটনা না হয় তাহলে বীমাগ্রহিতা হেরে যাবে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বীমাপ্রতিষ্ঠান জয় লাভ করে। তারা পরিসংখ্যানবিদ্যা ও অতিত অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাব্য অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য খরচ ও ঝুঁকি বের করে প্রচুর লাভবান হওয়ার কৌশল তৈরি করে। অন্যদিকে সাধারণত অজ্ঞতা ও প্রতারণার শিকার হয়ে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

রিবা

ঋণের উপর প্রদেয় সুদ হল রিবার বহুল প্রচলিত একটি প্রকার, এবং অন্য একটি প্রকার হল দুটি পন্য বা উপাদানের অসম বিনিময়। ইতোপূর্বে আমরা রিবার সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ আলোচনা করেছি। আমরা জানি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রূপার বিনিময়ে রূপার লেনদেন যদি সমান অনুপাতে না হয় তাহলে তা সুদ হবে। স্বর্ণ এবং বর্তমান প্রচলিত টাকা বা মুদ্রার মিল রয়েছে। তৎকালীন যুগে স্বর্ণ টাকা হিসেবে ব্যবহার হত। স্বর্ণের মত মুদ্রা বা টাকাও সুদের একটি উপাদান। মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার অসম বিনিময় হতে পারে না।[48] অতএব, বীমাগ্রহীতা ও বামী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে তাদের মাঝে সমপরিমাণ মুদ্রায় লেন-দেন হয় না, তাই এটা সুদ বলে বিবেচ্য হবে।[49]

ইনস্যুরেন্সে উভয় প্রকার সুদের অস্তিত্ব আছে। মূলত এই লেনদেনের লাভ পুরোপুরি সুদের উপর নির্ভরশীল। বীমার কিস্তি নির্ধারণ থেকে শুরু ক্ষতিপূরণ প্রদান পর্যন্ত বীমার সকল স্তরে সুদ রয়েছে। এমনকি অধিকাংশ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ব্যাংকের মত করে লোন দিয়ে বিনিময়ে সুদ নিচ্ছে, আর এটা সুস্পষ্ট রিবা। বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত মোটা অংকের ফান্ড শেয়ার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে। যেহেতু গ্রাহকের নিরাপত্তা হল কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য তাই তারা গ্রাহকের অর্থ ঝুঁকিমুক্ত (Risk-free) খাত হিসেবে পরিচিত বন্ড, ট্রেজারি বিলের মত সিকিউরিটিস-এ বিনিয়োগ করে।

অতএব, এই তিনটি ইস্যুর কারণে মুসলিমদের জন্য ইনস্যুরেন্স হারাম। যাইহোক, সবক্ষেত্রে বিষয়টি এক নয়, কোনো কোনো অবস্থায় বীমা করার অনুমোদন রয়েছে বলে আলিমগণ মত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তাই আলিমদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। কেননা কোন অবস্থায়, কখন এবং কার জন্য বীমা লেন-দেন অনুমোদিত তা শুধু গ্রহনযোগ্য আলেমগণ নির্ধারণ করতে পারেন।

৩. যখন ব্যবসা ও কাজকর্ম ফরয ইবাদত পালনে ব্যাঘাত ঘটায়

ঐ সকল লেন-দেন ও কাজকর্মও ইসলামে নিষিদ্ধ যা ইবাদত পালনে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায়ে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ফরজ ইবাদত পালনে বিলম্ব করে, বা ওয়াক্তের সময় শেষ হয়ে যায়, অথবা জামায়াতে নামাজ পুরোপুরি বা আংশিক ছুটে যায়, তা ইসলামে জায়েজ নয়।

আল্লাহর বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা জুমু'আঃ ৯-১০)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুনঃ ৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 'তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' অর্থাৎ তাদের কাছে যতই অর্থ-সম্পদ থাকুক না কেন, যতই বিলাসী জীবন সামগ্রী থাকুক না কেন, যতই সন্তান-সন্ততি থাকুক না কেন যদি তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে তবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই অসফল। কেননা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে মানুষ যা হতে বঞ্চিত হয়েছে তা ধন-সম্পদ ও সন্তান দিয়ে অর্জন করতে পারবে না। ফলে যদিও দুনিয়াবী লোভে তারা এমন লেন-দেনে মুনাফা কামানোকে সফলতা মনে করছে, কিন্তু বাস্তবে এটাই হল তার চরম ব্যর্থতা। দ্বীন ও দুনিয়া উভয় হিসেবে তারা ব্যর্থ।

প্রকৃতপক্ষে, তারা যদি আল্লাহর স্মরণ এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অর্জন উভয় বিষয়ে সেতু বন্ধন করত তাহলে তারা মহা সফলতা পেত। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

"আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

এদুটি বিষয়ে মেলবন্ধন করা যায় এভাবে- যখন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়ের সময় তখন তাতে নিমগ্ন থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে হবে। আর যখন সালাতের সময় হবে তখন সালাত কায়েম করতে হবে। তাহলে তা হবে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের সফলতা।

আল্লাহ বলেন,

فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবুতঃ ১৭)

অতএব, ব্যবসা হল দু-ধরনের- দুনিয়ার জীবনের এবং আখিরাতের জীবনের। দুনিয়ার জীবনের ব্যবসা অর্থ-সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত, আর আখিরাতের জীবনের ব্যবসা আমলে সালেহ তথা নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত। কুর'আনে কারিমায় আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক 'আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। (তোমরা যদি আল্লাহর সন্ধান দেয়া ব্যবসা কর তাহলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটাই মহা সাফল্য। এবং তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস (আর তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় এবং (হে রাসুল!) মু'মিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" (সূরা সফঃ ১০-১৩)

এটাই হল সর্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক ব্যবসা। সুতরাং দুনিয়ার জীবনোপকরণ লাভের ব্যবসায়ের সাথে যদি কেউ আল্লাহ'র সন্ধান দেয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে তাহলে তা হবে উত্তম, অতি উত্তম। কিন্তু কেউ যদি আখিরাতের ব্যবসা পরিত্যাগ করে শুধু দুনিয়াবী ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে তাহলে সে হবে চরম ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ বলেন,

لِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"...তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুনঃ ৯)

অতএব, যদি একজন ব্যক্তি ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণের দিকে মনোযোগি হয়। আল্লাহ যা আদেশ করছেন তা সুচারুরূপে পালন করে, এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করে। তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য রহমত ও বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিবেন। তাকে বেহিসাব রিযক দান করবেন। বস্তুত, সালাত হল রিযক অন্বেষণের একটি মাধ্যম। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দিয়ে থাকি আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা ত্বহাঃ ১৩২)

যখন কিছু মানুষ অভিযোগ করে বলে, সালাত তাদের রিযক অন্বেষণে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যাঘাত ঘটায়। তাদের জীবিকা নির্বাহের সময় কেড়ে নেয়, তখন আমরা তাদের এই অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কী জবাব দিব? তাদের অভিযোগ কি করে সত্য হতে পারে, যেখানে মহান আল্লাহ নিজেই সালাতের মাধ্যমে রিযক তালাশের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের জন্য রিযকের দুয়ার খুলে দেয়ার। মানুষ যতই প্ররিশ্রম করুক, আল্লাহ রিযক না দিলে কখনো সে রিযক অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহর একটি সিফাত হল আর-রাযযাক, যিনি রিযক দান করেন, রিযকদাতা। তাই শুধু মাত্র আল্লাহর নিকট জীবনোপকরণ চাইতে হবে, তার বিধান মানতে হবে এবং তাকওয়াবান হতে হবে।

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।" (সূরা জুমু'আঃ ১১)

এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে- এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে।" (সূরা নূরঃ ৩৬-৩৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফগণ বলেন, "সাহাবাগণ ব্যবসা এবং ক্রয়-বিক্রয়রত থাকতেন, যখন তারা আযান শুনতে পেতেন তখন তাদের হাতে যা থাকত- পাল্লা, বা অন্য কোনো বস্তু সব কিছু রেখে নামাজের দিকে তারা ধাবিত হতেন।" সুতরাং যে ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন আপনার নামাজে ব্যাঘাত ঘটায় তখন ঐ ক্রয়-বিক্রয় আপনার জন্য জায়েজ হবে না, তা নিষিদ্ধ এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফাও হারাম হয়ে যাবে।

৪. নিষিদ্ধ পন্য-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়

আল্লাহ যখন কোনো কিছুকে হারাম করেন তখন তা থেকে উপার্জিত অর্থ-কেও হারাম করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত পশু, খামর (নেশাজাতীয় দ্রব্য যেমন মদ)[50], শূকর এবং মূর্তি[51] বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। মৃত পশু খাওয়া যেমন নিষিদ্ধ, তা বিক্রি করাও নিষিদ্ধ, তা অন্য কোনো কাজে লাগানোও নিষিদ্ধ। খামর বিক্রি করারও একই মাসআলা। খামর বলতে বুঝায় নেশাজাতীয় দ্রব্য, আর সকল নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই হলো খামর; আর প্রত্যেক খামরই হারাম।"[52]

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খামর-এর সাথে জড়িত ১০ প্রকার লোকের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। সহিহ হাদিসে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

"মদের[53] সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন। এরা হলঃ মদ তৈরিকারী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রেতা এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।"[54]

খামর বলতে যে কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্যকে বুঝানো হয়। নেশাজাতীয় দ্রব্য সমাজে খামর নামে পরিচিত হোক বা উইস্কি, ওয়াইন, লিকার সহ যেকোনো এলকোহোলিক পানিয় নামে পরিচিত হোক, ইসলামে তা খামর হিসেবেই পরিচিত হবে এবং খামরের বিধান তাতে আরোপ করা হবে। নামে পরিবর্তন করে তা হালাল করা যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"অবশ্যই আমার উম্মাতের একদল মদ্যপানে লিপ্ত হবে। (ব্যবসার সুবিধার্থে) মদের নামকে তারা পরিবর্তন করে দেবে। তাদের মাথার উপর গান-বাজনা এবং নর্তকীদের নৃত্যানুষ্ঠান শোভা পাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেবেন। কতিপয়কে বানর-শূকরে পরিবর্তন করে দেবেন।"[55]

অবশ্য এর চাইতে ভয়াবহ হল কোনো মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করা। হাসিস, আফিম ইত্যাদি জাতীয় ড্রাগস বিক্রি করা হল কবিরা গুনাহ। এ ধরনের ড্রাগস সেবন আমাদের সমাজে অনেক বেড়ে গেছে, এটা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি এসকল মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে, তারা মুসলিমদের চোখে, ইসলামিক বিধান মতে অপরাধী পাশাপাশি দুনিয়ার সকল মানুষের চোখেও অপরাধী। ড্রাগস সেবনের ফলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। মাদক হল একধরনের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র। যারা ড্রাগস বিক্রি, বিতরণ বণ্টন এবং প্রচার-প্রসারের সাথে যুক্ত রয়েছেন, তারা সকলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের উপর লানত করেছেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং এধরনের লেন-দেন থেকে অর্জিত অর্থ-সম্পদ হল সর্বাধিক মন্দ উপার্জন। তাছাড়া, এর সাথে জড়িত

ব্যক্তিদের হত্যা করা উচিত কেননা তারা সমাজে অনিষ্ট অন্যায় ও ফাসাদ সৃষ্টি ও প্রসার করছে।

সিগারেট এবং ক্বাআত[56] বিক্রয়কারীদের জন্যও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সিগারেট সেবনের ফলে বিভিন্ন রকমের রোগ-ব্যধি হয়ে থাকে। আসলে, খুবসের (নোংরা বস্তুর) সকল বৈশিষ্ট্য সিগারেটের মধ্যে রয়েছে। একে তো ধূমপানে কোনো উপকারিতা নেই আবার এর ফলে অনেক অধূমপায়ী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নিশ্চয় ধূমপানকারী ব্যক্তিরা হল এমন ব্যক্তি যাদের মুখ হতে সবচে' খারাপ দুর্গন্ধ বের হয়, তারাই হল মজলিসের উপস্থিতিদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত ও নোংরা ব্যক্তিবর্গ, তারাই হল এমন সঙ্গী যাদের সঙ্গ হল সবচে' অস্বস্তিকর ও বিরক্তকর। যদি ধূমপায়ী ব্যক্তি আপনার পাশে বসে, বা সফরে গাড়ি কিংবা প্লেনে সে আপনার পাশের সিটে বসে তাহলে আপনাকে তার নোংরা দুর্গন্ধের সম্মুখীন হতে হয়। সে আপনার মুখের উপর নোংরা দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন তা সহ্য করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে, অথবা যদি সে আপনার উপস্থিতিতে ধূমপান করে এবং ধূয়া আপনার মুখে এসে লাগে তখন তা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও বিরক্তকর হয়ে উঠে। অতএব ধূমপান সকল দিক থেকেই পরিত্যাজ্য। সিগারেট যে ইসলামে নিষিদ্ধ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল একটি কারণে নয়, কয়েকটি কারনে ধূমপান করা হারাম। ধূমপায়ী একই সাথে অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় ও অপচয় করে। ধূমপান মানুষের চেহেরার আকৃতি নষ্ট করে দেয়, ধূমপায়ী ব্যক্তির ঠোঁট কালো হয়ে যায়, দাঁত বিবর্ণ হয়ে যায়।

ধূমপান অনেক রোগ-ব্যধির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে, অসংখ্য মানুষ ধূমপানের ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেকের মৃত্যু হয়েছে অনেকে আশংকাজনক অবস্থায় বেঁচে আছে। তবুও মানুষ ধূমপান করা থেকে ফিরে আসছে না। শুধু ধূমপায়ী ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না এতে বহু এমন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যারা কখনো ধূমপান করেননি। এমনকি ধূমপান তাদের নিকট ঘৃণিত বস্তু। এতসব হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক সিগারেট বিক্রি করছে কারণ তারা যেকোনো উপায়ে উপার্জন করতে ভালবাসে, তারা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তারা জানে না যে, এই ধরনের হারাম উপার্জন তার গোটা অর্থ-সম্পদের সাথে মিশে গিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিবে, তার সকল ব্যবসা-বানিজ্য বরবাদ করে দিবে কেননা সে নিষিদ্ধ উপার্জন করে আল্লাহর নাফরমানী করে চলছে।

রিযক এমন কিছু নয় যা আল্লাহর বিধান অমান্য করে অর্জন করা যায়, বরং রিযক হল এমন বিষয় যা আল্লাহর দেখানো পথে চলে অর্জিত হয়। মনে রাখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার জন্য যে রিযক নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা অবশ্যই আপনার কাছে আসবে, সেটার জন্য আপনাকে হারামে জড়াতে হবে না। যদি আপনি আল্লাহর দেখানো পথে রিযক অনুসন্ধান করেন তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ আপনার উপর করুনার আঁধার বর্ষণ করবেন।

৫. বাদ্য-যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়

সকল প্রকারের বাদ্য-যন্ত্র, আধুনিক যুগের গিটার, ভায়োলিন, পিয়ানো থেকে শুরু করে প্রাচীনকালের একতারা তবলা ইত্যাদি সকল প্রকার যন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করা, ব্যবহার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলাম এমন ধরনের সকল যন্ত্র ধ্বংস করা বাধ্যতামূলক করেছে। যেখানে ইসলাম মুসলিম ভূমিতে এমন যন্ত্রের কোনো অস্তিত্ত থাকাটাই নিষেধ করেছে, এমতাবস্থায় কী করে মুসলিমরা এ সকল যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে? কী করে তা থেকে রিযক অর্জন করতে পারে? এটা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম।

৬. গান-বাজনার ক্যাসেট বা সিডি বিক্রয় করা

অনৈতিক অশালীন গান-বাজনার সিডি, ক্যাসেট, টেপ বিক্রি করা ইসলামে হারাম। যদি টেপে এমন গান থাকে যা-তে ছেলে ও মেয়ের কণ্ঠের সাথে বাজনা সংযুক্ত রয়েছে। অথবা তাতে খারাপ, অশালীন, অনৈতিক অশ্লীল কথা রয়েছে তাহলে তা শুনা, রেকর্ড করা, তৈরি করতে সাহায্য করা এবং বিক্রি করা সবই ইসলামে হারাম এবং তা থেকে টাকা উপার্জন করা হবে অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। তা থেকে অর্জিত টাকা হারাম বলে বিবেচ্য হবে। এগুলো তৈরি ও বিক্রি করার ফলে সমাজে অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। এটার মাধ্যমে মানুষ অন্তরের পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে এবং মুসলিম সমাজে পাপাচার বিস্তার লাভ করে। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ সংখ্যক হাদিসে এ সকল গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেছেন।

৭. ছবি, প্রতিমা ও ভাস্কর্যের ক্রয়-বিক্রয়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি, প্রতিমা, ভাস্কর্য এবং পূজার[57] উদ্দেশ্যে তৈরি করা ছবি বা চিত্র বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ভাস্কর্য হল কোনো প্রাণীর নকল রূপ বা হুবহু নকল উপস্থাপন। ভাস্কর্য বা ছবি ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে হারাম এবং তা থেকে অর্জিত টাকাও হারাম।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি অঙ্কনকারীর উপর লানত করেছেন। তিনি আমাদের সাবধান করে বলেছেন যে ছবি অঙ্কনকারীরা বিচার দিবসে অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি পাবে। ছবি যুক্ত ম্যাগাজিন বা বই বিক্রি করাও হারাম, বিশেষ করে এমন ম্যাগাজিন বিক্রি করা যার মধ্যে অশালীন ও অশ্লীল (যথাঃ নগ্ন নারীর) ছবি বা চিত্র থাকে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ কিছুর ছবি বা চিত্র সম্বলিত বই, পুস্তক, ম্যাগাজিনও বিক্রি করা যাবে না। কারণ এর ফলে সমাজে ফিতনা ও ফাসাদ বিস্তার লাভ করবে।

এমনিভাবে ভার্চুয়ালেও অশালীন ও অশ্লীল কোনো কিছুর চিত্রায়ন, বিপণন, শেয়ারিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি, প্রচার, প্রদর্শন ইসলামে নিষিদ্ধ। এগুলো থেকে উপার্জিত আয়ও হারাম। টিভি, মেডিয়া, রেডিও ইত্যাদি মাধ্যমেও এসকল কিছু ক্রয়-বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রদর্শন হারাম।[58]

একজন ছেলে যখন কোনো সুন্দরী নারীর দেহ কিংবা অনাবৃত কোনো অঙ্গ দেখে তখন অধিকাংশ সময় তার অন্তরে কামনার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, এবং এই মনস্কামনা তাকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। দৃষ্টি হল শয়তানের বিষাক্ত তীর। দৃষ্টিই কুমন্ত্রণা, চিন্তা, কামনা বিভিন্ন ধাপ পার করে অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। আর শয়তান এটাই চায় যে, অশালীন ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে মানুষের মাঝে নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা ছড়িয়ে পড়ুক।

অনুরূপ ভাবে অনৈতিক ও অশ্লীল মুভি, ড্রামা বিশেষত পর্ণগ্রাফিক ভিডিও ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। এটা তৈরি করা, রেকর্ড করা সরবরাহ করা সবই ভয়ঙ্কর গুনাহে শামিল। এ সব ভিডিওতে মেয়ের নগ্ন দেহ প্রদর্শন করা হয়, এবং লম্পট শ্রেণীর লোকদের অশোভন কামুক আচার ও পদ্ধতি দেখানো হয়। কামনা-বাসনার চাহিদা পূরণের জন্য রুচিকর ও শোভন পদ্ধতি রয়েছে, যা ইসলামে অনুমোদিত কিন্তু সমাজে অনৈতিক রীতিনীতি প্রচারের ফলে মুসলিম নারী-পুরুষ নিষিদ্ধ পদ্ধতির প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। সুতরাং অশোভন ও অশ্লীল ভিডিও বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। শুধু ক্রয়-বিক্রয় নয়, মুসলিম সমাজ থেকে এগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।

অতএব, যে এসকল বস্তু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দোকান দিল, সে যেন আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য দোকান খুলল। সে এমন এক স্থান তৈরি করেছে যেখানে আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন করা হবে। এটা দিয়ে সে হারাম অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করেছে। সে ফিতনার স্থান কায়েম করেছে। ফিতনা ও ফাসাদ সমাজে প্রসার করার জন্য সে শয়তানের সাহায্য করছে, মূলত এমন দোকান হল শয়তানের দুর্গ। আর ইসলামি ইমারাতের উপর এই সকল দুর্গ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া ওয়াজিব।

৮. এমন বস্তু বিক্রয় করা যা ক্রেতা হারাম কাজে ব্যবহারের উদ্দেশে্য ক্রয় করে

যদি বিক্রেতা জানে যে, ক্রেতা কোনো বস্তু বা পণ্য-দ্রব্য হারাম কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করছে, তাহলে উক্ত বস্তু বিক্রয় করা হারাম হবে। জানা সত্ত্বেও ক্রেতাকে তা বিক্রি করা হল, পাপকর্মে তাকে সাহায্য করা। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরা মায়িদাহঃ ২)

উদাহরণ- যদি কেউ আঙ্গুর বা খেজুর মদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে, অথবা কোনো মুসলিমকে হত্যা করা কিংবা ছিনতাই-ডাকাতি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ছুড়ি বা তলোয়ার ক্রয় করে তাহলে তা উক্ত ক্রেতাকে বিক্রি করা যাবে না, জেনে বুঝে ক্রেতাকে এমন বস্তু বিক্রয় করা ইসলামে হারাম।

এমনিভাবে, গান-বাজনা-ড্রামার উদ্দেশ্যে ক্রেতা স্পীকার-টিভি-কম্পিউটার কিনলে, বেপর্দা অবস্থায় ঘুরে বেরাবার উদ্দেশ্যে কাপড় কিনলে, ঐ ক্রেতাদের তা বিক্রয় করা যাবে না। তা বিক্রি করা জায়েয নয়। সেটার অর্থ ভোগ করাও নাজায়েয।[59]

অর্থাৎ কোনো বস্তু হারাম কাজে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে কেনা হলে তা বিক্রি করা জায়েজ হবে না। সুতরাং এমন কিছু বিক্রির সময় যদি ক্রেতার উদ্দেশ্যের উপর বিক্রেতার সন্দেহ হয় তখন বিক্রেতা তা বিক্রি করবে না।

৯. বিক্রেতার মালিকানাধীন নয় এমন পণ্য বিক্রয় করা

এমন কোনো পণ্য যা বর্তমানে বিক্রেতার মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করা যাবে না। উদাহরণ- একজন ব্যক্তি কোনো দোকানে গিয়ে একটি পণ্য চাইলো কিন্তু ওই পণ্য দোকানদারের নিকট নেই। তা সত্ত্বেও তারা উভয়ে উক্ত পণ্যের বিক্রির জন্য চুক্তি করতে

সম্মত হয় এবং পণ্যের দাম নগদে নাকি বকেয়া হিসেবে পরিশোধ করবে তা নির্ধারণ করে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল উক্ত পণ্য বিক্রেতার অধিকারে নেই, তখন বিক্রেতা অন্যের কাছ থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে, নতুন করে দরদাম ব্যতীত পূর্বের নির্ধারিত চুক্তিবদ্ধ দামে ক্রেতাকে দিয়ে দেয়।

এ ধরনের লেন-দেন হারাম। কেন? কারণ, যদি পণ্য সুনির্দিষ্ট করা থাকে তাহলে সে এমন কিছু বিক্রি করেছে যা তার মালিকানায় ছিল না। তার অধিকারে ও দখলে পাওয়ার পূর্বেই সে পণ্য বিক্রি করেছে। আর যদি পণ্য সুনির্দিষ্ট করা না থাকে এবং লেন-দেন নগদে না হয় তাহলে বিক্রেতা পণ্য নয় মূলত সে ধারে ঋণ বিক্রি করেছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। হাকিম বিন হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন,

"হে আল্লাহর রাসুল! যদি কেউ আমার নিকট এসে এমন কিছু কিনতে চায় যা আমার কাছে নেই, তখন আমি কি বাজারে গিয়ে তা তার জন্য কিনতে পারব?"

জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না"[60]

এটা হল সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা। অতএব নির্দিষ্ট পন্য-দ্রব্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ হবে না। এই নিষিদ্ধ লেন-দেনকে হালকা মনে করা উচিত নয়। যদি কেউ কিছু বিক্রি করতে চায় তবে তার উচিত পূর্বে তা ক্রয় করে গুদামে, দোকানে ইত্যাদি স্থানে মজুদ করে রাখা এবং গ্রাহক দোকানে এসে উক্ত পণ্য কিনতে চাইলে সরাসরি তাকে বিক্রি করা।

১০. ঈনাহ্ পদ্ধতির লেনদেন

ঈনাহ লেন-দেন কী? এই লেন-দেনে বিক্রেতা প্রথমে পণ্য কারোর নিকট ধারে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে, এবং পরে উক্ত পণ্য ক্রেতার কাছ থেকে নগদে কম মূল্যে পুনরায় ক্রয় করে নেয়। নির্ধারিত সময় হলে প্রথম ক্রেতা পূর্ব নির্ধারিত অতিরিক্ত মূল্য প্রথম বিক্রেতাকে প্রদান করে। এখানে দুই বার লেন-দেন হয়েছে। একবার বাকিতে আরেকবার নগদে। ধারের অতিরিক্ত মূল্য থেকে নগদ মূল্যের বিয়োগফল হল সুদ। এটাকে বলে ঈনাহ লেন-দেন।[61] ঈনাহ শব্দটি এসেছে ঈন থেকে যার অর্থ 'একই'। একই পণ্য দু-বার বিক্রি হয়েছে বলে এটাকে ঈনাহ বলা হয়। উল্লেখ্য এই বেচাকেনায় পণ্য হস্তগত করা উদ্দেশ্য থাকে না, বরং বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ বস্তুটি ক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেয় বা ক্রেতা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেয়। যেহেতু এটাতে সুদ রয়েছে তাই ইসলামে এটা হারাম।

আসলে পরস্পরের মধ্যে সুদী লেন-দেনকে জায়েজ করার চেষ্টায় এই লেন-দেনের প্রচলন হয়। উদাহরণ- ধরা যাক জাহিদের কিছু টাকার প্রয়োজন, সে সাকিবের নিকট কিছু ঋণ চাইলো। তখন সাকিব তার মোবাইল ফোন- যার বর্তমান মূল্য ১০ হাজার টাকা- জাহিদের নিকট ১২ হাজার টাকায় এক মাসের বাকিতে বিক্রি করলো। অতঃপর সাকিব আবার উক্ত মোবাইল সেট জাহিদের নিকট থেকে বর্তমান মূল্য ১০ হাজার টাকায় নগদে ক্রয় করে নিলো। এভাবে জাহিদ সাকিবের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকার ঋণ পেল। সাকিবও তার ফোন ফিরে পেল এবং এক মাস পরে জাহিদের কাছ থেকে সে ১২ হাজার টাকা পাবে। এখানের এই অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা হল সুদ।[62]

যদি আপনি কারোর সাথে এমন করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য বাধ্যতামূলক হল আপনি ক্রেতাকে উক্ত পণ্য অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রি করার কিংবা তার কাছে রাখার স্বাধীনতা দিয়ে দিবেন এতে সে কাঙ্ক্ষিত ঋণ পেয়ে যাবে।

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।"[63]

১১. নাজাশ লেন-দেন

আন-নাজাশ হল- ক্রয়ের নিয়ত ছাড়া শুধু পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দামাদামি করা এবং পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে বলা। ধরুন আপনি বিক্রয়ের জন্য একটি পণ্য উপস্থাপন করেছেন এবং একজন ব্যক্তি এসে পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দরদাম করে পণ্যের দাম বাড়াতে থাকে, যাতে করে ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি পণ্য কেনার ইচ্ছা ব্যতীত পণ্যের দামাদামি করে পণ্যের মূল্য বাড়ায় সে ব্যক্তি হল নাজিশ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এটা হারাম ঘোষণা করেন। তিনি বলেন,

لاَ تَنَاجَشُوا

"তোমরা পরস্পর 'নাজাশ' (ক্রেতাকে ঠকানোর জন্য দ্রব্যের দরদাম) কর না।"[64]

অতএব যদি কোনো ব্যক্তির পণ্য কেনার ইচ্ছে না থাকে তাহলে দরদাম না করে অন্য গ্রাহককে তা কেনার সুযোগ করে দিবে। সাধারণত, নাজিশ ব্যক্তি বিক্রেতার হয়ে কাজ করে, অথবা বিক্রেতাকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে এমন করে থাকে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় বিক্রেতার সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। তাই পণ্যের দাম বাড়িয়ে বিক্রেতার ফায়দা করিয়ে দেয়। আবার এমনও হতে পারে, বিক্রেতা কতিপয় লোকদের পূর্ব থেকে ঠিক করে রাখে, যাতে তারা পণ্যের জন্য ভির জমিয়ে দরদাম করে এতে অন্য লোকেরা প্রভাবিত হয়ে পণ্য কিনতে আসে, এবং উচ্চমূল্যে পণ্য কিনে। এটা সম্পূর্ণ হারাম কেননা তারা সকলে মিলে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে, অন্যায় ভাবে মানুষের টাকা কেঁড়ে নেয়। আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন ব্যক্তিকে সুদখোর ও খেয়ানতকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন।[65]

অনুরূপ ভাবে ফিকহবিদদের মতে আরেক প্রকারের নাজাশ রয়েছে। এটা হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, "আমি এই পণ্য এত-এত দামে কিনেছি।" আসলে সে মিথ্যা বলেছে, যাতে ক্রেতা ঠকে যায় এবং চড়া মুল্যে তা ক্রয় করে। অথবা যখন বিক্রেতা বলে, "পণ্যের এত দাম উঠেছে" বা "এত দামে আমি এটা বিক্রি করেছি" ইত্যাদি, এসব মিথ্যা কথা সে মানুষকে ঠোকানোর উদ্দেশ্যে বলে। এই সকল কাজ নাজাশ-এ অন্তর্ভুক্ত।

এটা হল বিশ্বাসঘাতকতা। মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা, মিথ্যা ও ঠকবাজী করা। যে এমন করবে তাকে অবশ্যই হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে। তাই যখন ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তিনি কত দিয়ে পণ্য কিনেছেন, তখন বিক্রেতার করনীয় হল সত্য মূল্য বলে দেয়া, দাম সম্পর্কে মিথ্যা না বলা।

এমনিভাবে এটাও নাজাশ হবে যদি বাজারের সকল ব্যবসায়ী বা দোকানদাররা একে অপরের সাথে একমত হয় যে, আমদানীকারক পণ্য নিয়ে এলে তারা সবাই মিলে কম দাম বলবে। কেউ একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে দাম বাড়িয়ে বলবে না, যাতে করে আমদানীকারক কম দামে মাল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এরা আসলে সকলে মিলে আমদানীকারকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ঠকবাজী করেছে। এই ধরনের কার্যকলাপও নাজাশের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। সিন্ডিকেটের বিষয়েও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এর ফলে মুসলিমদের অর্থ সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা হবে।

১২. দামের ওপর দাম করা

যখন কোনো মুসলিম পণ্যের দরদাম করে তখন তা শেষ হওয়ার পূর্বে দরদাম করা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।"[66]

এক ব্যক্তি দোকানীর নিকট কাঙ্ক্ষিত পণ্য কিনতে চাইল, এবং দোকানী তাকে জানালো- ক্রেতার এই সুযোগ রয়েছে যে, সে চাইলে এখন পণ্য কিনতে পারে বা দুই-তিন দিন পরে কিনতে পারবে। এমতাবস্থায় অন্য দোকানী তাদের লেন-দেনের মাঝে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। সে ক্রেতাকে বলতে পারবে না যে, 'আপনি ঐ পণ্য না কিনে আমারটা কিনুন, আমি আপনাকে ভালো মাণের পণ্য কম দামে দিব।' এটা হারাম। কারণ দ্বিতীয় দোকানী এক মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করেছে।

অতএব প্রথম দোকানী যেহেতু ক্রেতাকে ক্রয়ের জন্য দুই-তিন দিনের সুযোগ দিয়েছে সেহেতু এটা ক্রেতার উপর ছেঁড়ে দিতে হবে। সে চাইলে তা কিনবে, অথবা কিনবে না। তাদের লেন-দেনের মাঝে প্রবেশ করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, যদি ক্রেতা না কিনেন তাহলে আপনি নিজ পণ্যের জন্য দরদাম করতে পারেন এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

দামের ওপর দাম করা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন নিষিদ্ধ, ক্রয়ের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ। ক্রয়ের ক্ষেত্রে- যদি ক্রেতা এবং দোকানীর মাঝে দরদাম চলতে থাকে, এবং দোকানী তাকে

কয়েকদিনের সময় দেয়, তখন অন্য কোনো ক্রেতা দোকানীকে পস্তাব করতে পারবে না যে, 'ঐ ক্রেতার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে আমি তা ক্রয় করব, তাকে না দিয়ে আমার নিকট বিক্রি করুন।' এমন বলা যাবে না, এটা হারাম। কারণ, এক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

এভাবে অন্যের অধিকার বিনষ্ট করা হয় এবং একে অপরের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যখন প্রথম ক্রেতা এসে জানতে পারে তার লেন-দেন আপনার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তখন তার অন্তরে আপনার প্রতি অসন্তোষ, বিদ্বেষ এবং তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়, কেননা আপনি তার উপর যুলুম করেছেন। এবং মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরা মায়িদাহঃ ২)

১৩. প্রতারণা মূলক ব্যবসা

এটা হয় যখন আপনি কোনো ত্রুটিযুক্ত পণ্য ক্রেতাকে না জানিয়ে বিক্রি করেন। দোষ-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও, ক্রেতার নিকট তা লুকিয়ে আপনি ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়েছেন। এটা হল প্রতারণা, চাতুরী ও ধোঁকাবাজি। ইসলামে এই ধরনের লেন-দেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিক্রির সময়ে ক্রেতাকে পণ্যের অবস্থা যথাযথ ভাবে জানিয়ে দেয়া বিক্রেতার জন্য আবশ্যক। যদি বিক্রেতা জেনেবুঝে কিছু লুকায় তাহলে তা হবে প্রতারণাপূর্ণ লেন-দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের) দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।"[67]

হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাদের উচিত একে অপরের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া। আবু রুকাইয়াহ তামিম ইবনে আওস আদ-দারি রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"দ্বীন হচ্ছে উপদেশ বা কল্যাণ কামনা"

আমরা (সাহাবিগণ) বললাম, "কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল?" তিনি বলেন,

لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের নেতা (ইমাম) এবং সমস্ত মুসলিমদের জন্য।"[68]

সুতরাং মুসলিমরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি কল্যান কামনা করবে। কারোর প্রতি কল্যাণ পোষণ করার অর্থ হল তাকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেয়া, তার জন্য ভালো কল্যাণকর জিনিস আশা করা। তাই অন্য মুসলিমের সাথে ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী ও প্রতারণা করা যাবে না।

একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন দোকানীর খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্যস্তূপে তাঁর মোবারক হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলেন হাত ভিজে গেছে। তখন তিনি বললেন,

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ

"হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কী?"

উত্তরে খাদ্যের মালিক বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, বৃষ্টিতে তা ভিজে গেছে।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

"তাহলে ভেজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতারা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। নিশ্চয়ই যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"[69]

মুসলিমদের পারস্পরিক ব্যবসা বাণিজ্য ও লেন-দেনে এই হাদিসটিকে একটি অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গন্য করা হয়। হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে পণ্যের কোনো দোষ-ক্রুটি লুকানো যাবে না। যদি পণ্যে কোনো প্রকার দোষ থাকে তাহলে তা উন্মুক্ত করে দিতে হবে, লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ্যে আনতে হবে। যাতে করে ক্রেতা জেনে বুঝে তার সুবিধা মত দরদাম করে ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করতে পারে। অবশ্য ক্রটিযুক্ত ও ক্রটিহীন পণ্যের দাম কখনো সমান হয় না। আর যদি বিক্রেতা এমনটা না করে তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে সে হল একজন প্রতারক ও ধোঁকাবাজ।

"তাহলে ভেজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতারা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। নিশ্চয়ই যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"

হে মুসলিম ভাইয়েরা! বর্তমানে আমাদের সমাজ প্রতারণায়, ছলাচাতুরি ও ঠকবাজী দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। একজন বিক্রেতা ভালো পণ্য উপরে সাজিয়ে রাখে, ডিসপ্লেতে দিয়ে রাখে, আর খারাপ পণ্য গুলো নিচে লুকিয়ে রাখে। স্যাম্পল দেয় উন্নত মাণের কিন্তু মূল পণ্য দেয় নিম্নমাণের। আমরা কদাচিৎ এর বিপরিত দেখি। বিভিন্ন খাদ্য, তর-তরকারী সকল ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

১৪. জুয়া

يَاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزلٰمُ رِجسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطٰنِ
فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ

"হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ (সকল প্রকারের মাদক দ্রব্য), জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।" (সূরা মায়িদাঃ ৯০)

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ الخَمرَ وَالمَيسِرَ والكُوبَةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।"[70]

মক্কায় ইসলাম আগমন পূর্ব জাহিলিয়াত সমাজে মানুষের মাঝে ব্যাপক আকারে জুয়ার প্রচলন ছিল। জুয়ার ছিল বিভিন্ন প্রকার। যার মধ্যে একটি হল- দশ জন সমান টাকা দিয়ে একটি উট কিনত, তারপর একটি খোলা প্রান্তরে সমবেত হয়ে তীর নিক্ষেপ করত। বিজয়ী হত সাত জন ব্যক্তি এবং তারা নিজ নিজ স্কোর অনুযায়ী উটে মালিকানার অংশ পেত। বাকি তিন জন খালি হাতে ময়দান ত্যাগ করত।

এ-তো ছিল ১৪শ বছর আগের কথা, আমাদের নব্য জাহিলিয়াতের সমাজে জুয়া আরো বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। জুয়ার তৈরি হয়েছে অসংখ্য প্রকার। লটারি ও র‍্যাফেল ড্র হল যার মধ্যে অন্যতম। এগুলোতে মানুষরা প্রথমে টাকা দিয়ে টিকেট কিনে। এর পরে র‍্যাফেল ড্র হয়। এভাবে টিকেটের নাম্বার অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পুরষ্কার বিতরন করা হয়। এটা সম্পূর্ণ হারাম। যদি অনুদানের নিয়তেও এটা করা হয় তাও হারাম। আমাদের সমাজে এই হারাম অনেক শক্ত ভাবে স্থান করে নিয়েছে।

জুয়ার আরেকটি আধুনিক প্রকার হল 'ইনস্যুরেন্স' যেমনঃ জীবন বীমা, পণ্যের বীমা, কার-বাইক ইত্যাদির ইনস্যুরেন্স বা চুরি ও আগুনের বীমা ইত্যাদি। শত রকমের বীমা রয়েছে। এমনকি কোনো গায়ক তার কণ্ঠেরও বীমা করাতে পারে।

এগুলো সবই হল জুয়ার এক একটি প্রকার। বর্তমান যুগে জুয়ার আসর বসার জন্য সুন্দর এবং বিলাসবহুল ক্লাব তৈরি হয়েছে। এগুলোকে ক্যাসিনো বলা হয়। সেখানে থাকে গ্রিন টেবিল (রুলেট টেবিল)। এই সব কিছু তৈরি করা হয়েছে যাতে মানুষ সহজে পাপে লিপ্ত হতে পারে। জুয়ার আরেক প্রকার হল 'ব্যাটিং'। হর্স রেস, ফুটবল, ক্রিকেট, ফ্রুট মেশিন সহ বিভিন্ন ধরনের খেলায় বাজি ধরা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশ সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহু মুসলিম ক্রিকেট ও ফুটবলের ব্যাটিং-এ যুক্ত হয়ে পড়েছে। দিন-মজুর থেকে বিলাসবহুল ভবনে বসবাস করা মানুষ সকলে জড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা-ঘাটে, অফিসে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, বাজারে সকল স্থানে মানুষ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে বা নিজেদের কমিউনিটির মাঝে এই জুয়ায় অংশ নিচ্ছে। এটা উম্মাহর জন্য ভয়াবহ একটি অবস্থা।[71]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَمْرٍ مُدمِنُ وَلاَ وَلاَمَنَّانٌ قَمَّارٌ وَلاَ عَاقٌّ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ لاَ

"পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।"[72]

অন্যত্র এসেছে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

،لِصَاحِبِهِ قَالَ وَمَنْ ؛اللهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ ،فَلْيَقُلْ ،وَالْعُزَّى وَاللاَّتِ حَلِفِهِ فِي فَقَالَ حَلَفَ مَنْ
فَلْيَتَصَدَّقْ ،أُقَامِرْكَ تَعَالَ

"তোমাদের কেউ যদি কসম করে এবং লাত্ ও উযযার কসম করে, তবে সে যেন لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ বলে। আর যদি কেউ তার সঙ্গীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি, তবে সে যেন সদাকাহ করে।"[73]

১৫. ঘুষ আদান-প্রদান

জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, কোনো সুযোগ পেতে বা সুবিধা নিতে ঘুষ দেয়া হারাম। আর ঘুষ নেয়া তো অবশ্যই সকল অবস্থায় হারাম। কোনো কাজি বা বিচারককে ঘুষ দেয়া যাতে সে সত্য গোপন করে নেয় বা মিথ্যার সাহায্য নেয় ইত্যাদি হল কবিরা গুনাহ। কেননা এর ফলে নির্দোষ মানুষের উপর যুলুম করা হবে, তার প্রতি বেইনসাফ করা হবে। এতে ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

النَّاسِ أَمْوَٰلِ مِّنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَآ وَتُدْلُوا بِالْبَٰطِلِ بَيْنَكُم أَمْوَٰلَكُم تَأْكُلُوٓا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ بِالْإِثْمِ

"আর তোমরা নিজদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদেরকে (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার।" – (সূরা বাকারাঃ ১৮৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِيَ

"ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত।"[74]

তবে যারা ইনসাফ পেতে অথবা সত্য সন্ধান করতে আর কোনো পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে ঘুষ দেয় তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিসম্পাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বর্তমান সমাজে ঘুষ অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কারোর মূল বেতনের চেয়ে বেশি মাসিক আয় হয় ঘুষ নেয়ার মাধ্যমে। কিছু কোম্পানি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঘুষ বাবদ খরচের জন্য পৃথক বাজেট তৈরি করে রাখে। কিছু লেন-দেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঘুষ আবশ্যক হয়ে গেছে। এতে বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হয় দরিদ্র ও বঞ্চিতরা, দেখা যায় তারা নিজের শেষ সম্বলটুকু রক্ষা করতে পারে না। এর মাধ্যমে সমাজে দুর্নীতি প্রসার পাচ্ছে। অফিসে কর্মকর্তাদের মাঝে মনোমালিন্য তৈরি হচ্ছে। ঘুষ না দিলে ভালো সার্ভিস পাওয়া যাচ্ছে না। যারা ঘুষ দিতে চায় না তার কাজ আটকে থাকে বা সবার শেষে হয়। আর যারা ঘুষ দেয় তারা পরে এসেও দ্রুত এবং ভালো সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছে।

১৬. সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহন করা

কিছু কিছু মানুষ অন্যান্যদের চেয়ে উচ্চ পদে স্থান করে নেয়। এটা তার জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ, কিন্তু এই উচ্চ পদ বা উচ্চ ক্ষমতা অনৈতিকভাবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। এই পদ যেহেতু আল্লাহর দান, তাই বান্দার উচিত তা অন্য মুসলিম ভাইদের উপকারের জন্য ব্যবহার করা। আর এটাই হবে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায়। একটি হাদিসে এসেছে,

فَلْيَفْعَلْ أَخَاهُ يَنْفَعَ أَنْ مِنكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ

"তোমাদের মধ্যে যে তোমার ভাইয়ের উপকার করার সামর্থ্য রাখে, সে যেনো তার উপকার করে দেয়।"[75]

যে ব্যক্তি তার পদ বা অবস্থান বা ক্ষমতা বা অর্থ ব্যবহার করে বিশুদ্ধ নিয়তে অন্য মুসলিমের উপকার করবে, বা ইনসাফ পেতে সাহায্য করবে, বা তার জন্য উত্তম কিছু করবে এবং এতে কোনো হারামে জড়াবে না তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। হাদিসে এসেছে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تُؤجَرُوا اشْفَعُوا

"সুপারিশ কর, তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে"[76]

মধ্যস্থতা করে কোনো প্রকার বিনিময় নেয়া যাবে না। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَبْوَابِ مِنْ عَظِيمًا بَابًا أَتَى فَقَدْ ،فَقَبِلَهَا عَلَيْهَا هَدِيَّةً لَهُ فَأَهْدَى ،بِشَفَاعَةٍ لِأَخِيهِ شَفَعَ مَنْ الرِّبَا

"কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের জন্য কোনো বিষয়ে সুপারিশ করার কারণে যদি সে তাকে কিছু উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে তাহলে সে সুদের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো।"[77]

এক শ্রেণির মানুষ আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে তাদের পদমর্যাদাকে কাজে লাগাতে চায় বা মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়। যেমন- কোনো এক ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া অথবা কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা এলাকা থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে বা এলাকায় বদলি করে দেওয়া কিংবা কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে দেওয়া ইত্যাদির জন্য টাকা দাবী করা হয়। কিন্তু এরূপ স্বার্থের জন্য শর্তারোপ ও তার সুযোগ গ্রহন করা হারাম। উপরোক্ত হাদিসই তার জ্বলন্ত প্রমান; বরং যে কোনো কিছু গ্রহন করাই এ হাদিসের বাহ্যিক দিকের আওতায় পড়ে, চাই পূর্বে কোনো কিছুর শর্ত আরোপ না করা হোক।[78]

প্রকৃতপক্ষে ভালো কাজ সম্পাদনকারীর জন্য প্রতিদান হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টিই যথেষ্ট, যা সে কিয়ামত দিবসে পাবে। জনৈক ব্যক্তি কোনো এক প্রয়োজনে হাসান ইবনে সাহলের নিকট এসে তার সুপারিশ প্রার্থনা করে। তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ফলে লোকটি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তখন হাসান ইবনে সাহল তাকে বললেন, 'কি জন্য তুমি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি পদেরও যাকাত আছে। যেমন- অর্থ-সম্পদের যাকাত আছে।'[79]

এখানে এ পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে যে, কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা এবং শর্ত সাপেক্ষে বৈধ মজুরী প্রদান অবশ্যই জায়েজ। পক্ষান্তরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে নিজ পদমর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে কাজে লাগিয়ে সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটা নিষিদ্ধ। উভয় পদ্ধতি এক নয়।

১৭. কাজ করিয়ে শ্রমিককে পারিশ্রমিক না দেয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত পারিশ্রমিক প্রদান করতে জোর তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

عَرَقُهُ يَجِفَّ أَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

"তোমরা শ্রমিককে শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[80]

যথাযথ সময়ে এবং যথাযথ পরিমাণে শ্রমিক, স্টাফ, কর্মচারী বা দিনমজুর ইত্যাদিদের বেতন বা মজুরী পরিশোধ না করা হল মহা যুলুম- যা আমাদের সমাজে অহরহ চলছে। শ্রমিকদের প্রতি যুলুমের বিচিত্র রূপ রয়েছে। যেমন-

- যথাযথ কাজ করার পর দেখা যায় শ্রমিকের কাছে যদি স্বীয় কাজ সম্পন্ন করার কোনো প্রমান না থাকে তখন মালিক কর্তৃপক্ষ তার পাওনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে শ্রমিক দুনিয়াতে বঞ্চিত হলেও আখিরাতে বঞ্চিত হবে না। কিয়ামতের দিন যালিমের পুণ্য থেকে মাযলুমের পাওনা পরিশোধ করা হবে। পাওনা পরিশোধের জন্য যালিমের পুণ্য যদি কম পড়ে, তাহলে মাযলুমের পাপ যালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে। অতপর যালিমকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[81]
- চুক্তি মোতাবেক শ্রমিককে পুরোপুরি মজুরি না দেয়া, বা কম দেয়া। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন,

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِينَ

"যারা ওযনে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ"- (সূরা মুতাফফিফিন-১)

- অনেক নিয়োগকর্তা দেশ-বিদেশ থেকে নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরির চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তারপর তারা যখন কাজে যোগদান করে তখন সে একতরফাভাবে চুক্তিপত্র পরিবর্তন করে বেতন বা মজুরির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন ঐ সকল শ্রমিক কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় শ্রমিকরা তাদের অধিকারের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারে না। তখন কেবল আল্লাহর নিকট অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায়ও থাকে না। এক্ষেত্রে যদি নিয়োগকর্তা মুসলিম ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কাফির হয় তবে বেতন ও মজুরি কমানোয় ঐ শ্রমিকের ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে কিয়ামত দিবসে ঐ কাফিরের পাপ তাকে বহন করতে হবে। আর যদি সে মুসলিম হয় তখন ঐ মুসলিমের পাপ গুলো তার ঘাড়ে চাপানো হবে।

- বেতন বা মজুরি না বাড়িয়ে, কোনো আলাদা অভারটাইম না দিয়ে কর্মচারীর কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অথবা কাজের সময়সূচী বৃদ্ধি করা। এটা অন্যায়, এতে শ্রমিকদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়।

- কিছু মালিকরা বেতন বা মজুরী প্রদানে গড়িমসি করে। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তদবীর তাগাদা, অভিযোগ-অনুযোগ ও মামলা-মোকদ্দমার পর তবেই প্রাপ্য অর্থ আদায় করা শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব হয়। অনেক সময় নিয়োগকারী শ্রমিককে ত্যক্ত-বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে টাল-বাহানা করে, যেন সে পাওনা অর্থ ছেড়ে দেয় এবং কোনো দাবী না তুলে চলে যায়। আবার কখনো তাদের টাকা খাটিয়ে মালিকের তহবিল স্ফীত করার কু-মতলব থাকে। অনেকে তা সুদী কারবারেও খাটায়। অথচ সেই শ্রমিক না নিজে খেতে পাচ্ছে না নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু পাঠাতে পারছে। যদিও তাদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যই সে এ দূর দেশে পড়ে আছে। এজন্যই এ সকল যালিমের জন্য এক কঠিন দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

"আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।"[82]

১৮. একই লেনদেনে দু'রকম শর্ত নির্ধারণ করা

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দু'রকম শর্ত নির্ধারণ করা, যিম্মাদারী ছাড়া কোনো বস্তু থেকে মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা জায়িয নয়।"[83]

একই লেনেদেনে দুটি শর্ত আরোপ করার আরেকটি উদাহরণ হল, যখন কেউ বলে 'আমি তোমাকে এটা নগতে ১০ টাকায় বিক্রি করব, আর বাকিতে নিলে ১৫ টাকায়।' আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

"যে ব্যক্তি একই দ্রব্য বিক্রয়ে দু'রকম নিয়ম রাখে তাকে দুই মূল্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যই গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তা হবে সুদ।"[84]

তবে অধিকাংশ ওলামাদের মতে বাকিতে লাভে পণ্য কেনাবেচা করা বৈধ। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এ কথা বলায় কোনো অসুবিধা নেই যে, নগদ হলে এত দাম আর বাকিতে হলে এত দাম। তবে ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই তা হতে হবে'।[85] হযরত তাউস ও আতা রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন, 'এ কথা বলায় কোনো অসুবিধা নেই যে, এই কাপড় নগদ হলে এত দাম আর বাকিতে হলে এত দাম। এর যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে।'[86] আল্লামা সারাখসি রহিমাহুল্লাহ ও হিদায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, 'বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি করা ব্যবসায়ীদের সাধারণ রেওয়াজ। এর ভিত্তিতেই ব্যবসা হয়ে থাকে। তাই কেউ কোনো জিনিস বাকিতে কিনে মুরাবাহা করতে চাইলে তা ক্রেতার কাছে স্পষ্ট করে বলে দেয়া দরকার যে, আমি এটা বাকিতে কিনেছি।' পূর্ববর্তীদের মতো নিকট অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য আলেম, ফকিহ ও মুজতাহিদ নগদের তুলনায় বাকিতে বেশি মূল্যে মুরাবাহা বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন- আশরাফ আলী থানভি, আব্দুলাহ বিন বায, মুফতি শফি রহিমাহুমুল্লাহ এবং ড. ইউসুফ আল কারদাভি, মুফতি মুহাম্মদ তকি উসমানি হাফিযাহুমুল্লাহ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ইসলামি ব্যক্তিত্ব।[87]

১৯. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা

ইয়াস ইবনু আবদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা নিষেধ করেছেন।"[88]

২০. কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় [89]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি এবং কংকর নিক্ষেপের[90] মাধ্যমে বিক্রি নিষেধ করেছেন।"[91]

২১. কুকুরের মূল্য, পতিতা এবং গণকের উপার্জন

আবু মাসউদ আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, পতিতার উপার্জন এবং গনকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।"[92]

২২. নগরবাসী কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেন কোন শহুরে লোক কোনগ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে; যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়।"[93]

২৩. অসৎ উদ্দেশে খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"জঘণ্য অপরাধী ছাড়া কেউই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (মূল্য বৃদ্ধির আশায়) গুদামজাত করে না।"[94]

২৪. অনিশ্চিত বিক্রয়

বেশি পানিতে থাকা অবস্থায় মাছ বিক্রি করা, গাভী বা উটের স্তনের দুধ বিক্রি করা, পশুর পেটের অভ্যন্তরীণ বাচ্চা বিক্রি করা, এবং কোনো খাদ্য স্তূপ অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা ইত্যাদি- এই ধরণের জিনিস যা অনিশ্চিত তা বিক্রি করা জায়েজ নয়।

হে আল্লাহ! আপনি যা হালাল করেছেন তা আমাদের জন্য যথেষ্ট করে দিন। শুধু মাত্র আপনার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখাই আমাদের জন্য যথেষ্ট করে দিন। আমাদের পর্যাপ্ত রিযক দান করুন। আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি হলেন তাওবাকবুলকারী এবং দয়াশীল।

অধ্যায়-3: রিযক বৃদ্ধির আমল

আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ-তে রিযক বৃদ্ধির কিছু উপায় ও আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল-

১. ক্ষমা প্রার্থনা করা

প্রথম আমল হল মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। নুহ আলাহিস সালাম তার কাওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

"অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" –(সূরা নুহঃ ১০-১৩)

২. রিযকের জন্য দু'আ করা

দ্বিতীয় আমল হল আল্লাহর কাছে রিযকের দু'আ করা, যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তীরা দু'আ করেছিলেন। ইসা আলাহিস সালাম হলেন এর সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি যখন আল্লাহর নিকট দু'আ করেন তখন বলেন,

وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ

"আমাদেরকে রিযক প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনিতো সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।" – (সূরা মায়িদাহঃ ১১৪)

বৃষ্টির জন্য যে সালাত (সালাতুল ইসতিসকা) পড়া হয়, তাতেও আল্লাহর কাছে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করা হয়।

اللَّهُمَّ اَسقِنا غَيثاً مُغيثاً مَريئاً مُريعاً، نافِعاً غَيرَ ضَارٍّ، عاجِلاً غَيرَ آجِلٍ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে মেঘের মাধ্যমে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, যা ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী; বিলম্বকারী নয়।"[95]

সুলাইমান আলাহিস সালাম দু'আ করেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।" –(সূরা সোয়াদঃ ৩৫)

আল্লাহর কাছে রিযকের প্রস্ততা এবং রিযকের সঙ্কীর্ণতা থেকে বাঁচার দু'আ করতে হবে। আবু সাঈদ আল-খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

"একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করে সেখানে আবু উমামাহ নামক এক আনসারী সাহাবীকে দেখতে পান। তখন তাকে বললেন-

يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ

'হে আবু উমামাহ! কি ব্যাপার! আমি তোমাকে সলাতের ওয়াক্ত ছাড়া মাসজিদে বসে থাকতে দেখছি?'

তিনি বললেন, 'সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝার কারণে হে আল্লাহর রসুল!' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ

'আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবো না, তুমি তা বললে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দুর করবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাও করে দিবেন?'

তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন-

قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

তুমি সকাল-সন্ধ্যায় বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা ও কার্পন্য হতে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা ও মানুষের রোষানল হতে"।

আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি তাই করলাম। ফলে মহান আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর করলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাবস্থাও করে দিলেন।'"[96]

অন্যত্র তিনি বলেন, "যখন আমি এই দু'আ করি আল্লাহ আমার চিন্তা-পেরেশানি দূর করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।"[97]

৩. তাকওয়া

আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান আনতে হবে এবং তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করতে হবে। অন্যথায় কোনো দু'আ কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।"– (সূরা তালাকঃ ২-৩)

তিনি আরো বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

"আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম। আর যদি তারা তাওরাত, ইনজীল ও তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম করত, তবে অবশ্যই তারা আহার করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে।" - (সূরা মায়িদাহঃ ৬৫-৬৬)

আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নাবী রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।" – (সূরা আরাফঃ ৯৬)

৪. সালাত

সালাত হল রিযক অর্জনের একটি উপায়। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দিই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।" – (সূরা ত্বহাঃ ১৩২)

দেখা যায় কিছু লোক সালাত আদায় করতে চায় না। তাদের দাবী রিযক অন্বেষণে, জীবন জীবিকার খোঁজে, এবং লেন-দেনে সালাতের কারণে বিলম্ব হয়। অনেক মালিক তার কর্মচারীদের সালাতে আদায়ের জন্য সময় দেয় না, কেননা তারা মনে করে এতে

কাজের পরিমাণ কমে যাবে। অথচ তারা যা ভাবে বাস্তব অবস্থা তার পুরো উল্টো। মূলত সালাত তাদের জন্য রিযকের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। তাদের রিযকে বরকত নিয়ে আসে এবং ব্যস্ততার মাঝেও প্রশান্তি দেয়। রিযক আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব তুমি যদি আল্লাহর স্মরণের প্রতি এবং সালাত আদায়ে প্রতি মনোযোগী হও, আল্লাহ তোমার জন্য রিযকের দরজা খুলে দিবেন।

وَاللَّهُ خَيرُ الرَّزِقِينَ

"আল্লাহ সর্বোত্তম রিযকদাতা।" –(সূরা জুমু'আঃ ১১)

৫. দান-সাদাকা

অনেকের ধারনা দান-সাদাকা করলে সম্পদ কমে যায়। অনেকে এই কারণে যাকাতও আদায় করতে চায় না। অথচ বাস্তবতা হল দান-সাদাকা করলে আল্লাহ রিযক ও জীবিকায় বরকত দান করেন। আল্লাহ পবির কুর'আনে বর্ণনা করেন,

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ

"তোমরা যা কিছু (সৎ কাজে) ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।"- (সূরা সাবাঃ ৩৯)

এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

أَنفِقْ يَا ابنَ آدَمَ أُنفِقْ عَلَيكَ

"তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব।"[98]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"[99]

দান-সাদাকা এবং সৎ কাজে ব্যয় নিয়ে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি অসাধারণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ . فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ . لِلاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

"একদা এক ব্যক্তি কোন এক জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মেঘখন্ড হতে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, 'অমুকের বাগানে পানি দাও।' সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেঘখন্ডটি একদিকে যেতে লাগল। অতঃপর এক প্রস্তর পূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ঐ স্থানের নালা সমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুসরণ করে চলল। যেতে যেতে সে এক ব্যক্তিকে নিজ বাগানে দাড়ানো অবস্থায় কোদাল দিয়ে পানি ফিরাতে দেখতে পেল।

এ দেখে সে তাকে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি?' সে বলল, 'আমার নাম অমুক।' মেঘ খণ্ডের মাঝে সে এই নামই শুনতে পেয়েছিল। অতঃপর বাগানের মালিক তাকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে কেন?' জবাবে সে বলল, 'যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও।' অতঃপর বলল, 'তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে) কি আমল কর?'

মালিক বলল, 'যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, (তাই বলছি) আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ্য করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার পরিজন আহার করি এবং এক তৃতীয়াংশ এতে ফিরিয়ে দিই (চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি)।'"[100]

৬. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকাও রিযক বৃদ্ধির সহায়ক। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"- (সূরা ইবরাহিমঃ ৭)

৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, আর আত্মীয় সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কারোর কাছে সময় নেই। হাদিসে এসেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আল্লাহ রিযক বৃদ্ধি করে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তার রিযক (জীবিকায়) সচ্ছলতা দেয়া হোক এবং তার অবদান আলোচিত হোক (দীর্ঘায়ু দেয়া হোক) সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।"[101]

সহিহ বুখারিতে এসেছে, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।"

৮. হজ্জ ও উমরা করা

বান্দা হজ্জ ও উমরা করার মাধ্যমেও রিযকে বরকত পেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর একত্রে আদায় করো। কেননা, এ হজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়।"[102]

৯. তাওয়াক্কুল

বান্দা উচিত শুধু মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা (তাওয়াক্কুল করা)। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাদের রিযক বৃদ্ধি করে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযক দেয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[103]

তবে এর মানে এই নয় যে যথাযথা চেষ্টা সাধনা না করে বসে থাকবে। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন,

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট।"- (সূরা মূলকঃ ১৫)

অন্যত্র বলেন,

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

"...কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে.."- (সূরা মুজাম্মিলঃ ২০)

১০. নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ- 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুইহাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করবো না।'"[104]

১১. হিজরত

আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে কারিমায় বলেন,

وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আর যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" – (সূরা নিসাঃ ১০০)

১২. বিবাহ

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" – (সূরা নূরঃ ৩২)

এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

"আল্লাহ্ তা'আলা তিন প্রকার মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম- যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক- যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়।"[105]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের ওয়াদার বাস্তবায়ন দেখিয়েছেন। যখন একজন নারী তাঁর নিকট এসে বিবাহের কথা জানায় তখন তিনি এক ব্যক্তির সাথে উক্ত নারীর বিবাহ দান করেন। ছেলেটি এতই দরিদ্র ছিল যে, তার পরনের জামা ব্যতীত তার নিকট আর কোনো সম্পদ ছিল না।[106]

সাহাবিগণ একে অপরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "আল্লাহ তোমাদের যা যা আদেশ দিয়েছেন বিবাহ করার মাধ্যমে সেগুলোর অনুসরণ করতে থাকো- আল্লাহ স্বীয় ওয়াদা পূরণ করবেন আর তোমাদের অভাব-অনটন দূর করে প্রাচুর্য দান করবেন।" অতঃপর তিনি সূরা নুরের ৩২ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।

উমার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "বিবাহের মাধ্যমে জীবিকা এবং প্রাচুর্যের সন্ধান কর!" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "বিয়ের দ্বারা প্রাচুর্য খুঁজো।" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ মুসলিমদের বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন, এবং পাশাপাশি উৎসাহ দান করেছেন। তাই তিনি আদেশ দেন বিবাহহীন এবং দাস-দাসীদের বিবাহ করিয়ে দিতে এবং ফলস্বরূপ তিনি প্রাচুর্য দানের অঙ্গীকার করেছেন।"

উমার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা বলেন, "বিবাহের মাধ্যমে জীবিকা এবং প্রাচুর্যের অনুসন্ধান করে না এমন লোকের চাইতে অদ্ভুত লোক আমি আর কোথাও দেখিনি। অথচ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, **যদি তারা অভাব অনটনে থাকে তাহলে তিনি তাদের বেহিসাব রিযকের ব্যবস্থা করে দিবেন।**"[107]

১৩. তালিবে ইল'মদের সাহায্য করা

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। কোন একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন-

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

"হয়তো তার ওয়াসীলায় তুমি রিযকপ্রাপ্ত হচ্ছ!"[108]

১৪. দরিদ্রের প্রতি বিনম্রতা দেখানো

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"তোমরা দুর্বলদের উসিলাই সাহায্য প্রাপ্ত ও রিযক প্রাপ্ত হচ্ছ।"[109]

১৫. লেন-দেনে স্বচ্ছতা রাখা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।"[110]

১৬. আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

"পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে।"[111]

১৭. পাপ থেকে দূরে থাকা

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا . وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ

"হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও।

যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত।

যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভু-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।

যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়।

যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযীলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।"[112]

১৮. উদ্দেশ্য পূরণে চেষ্টা-সাধনা করা

আল্লাহ বলেন,

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"- (সূরা কাসাসঃ ৭৩)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা শোনে।" – (সূরা রূমঃ ২৩)

আরেকটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"তোমাদের রব তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে চালিত করেন নৌযান, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" – (সূরা ইসরাঃ ৬৬)

অতএব, এগুলো হল রিযক অন্বেষণ এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপায় এবং আমল। নিশ্চয় মহান আল্লাহ হলেন সাফল্য দানকারী, এবং তিনিই একমাত্র সৎ পথে পরিচালনা কারী। আল্লাহ আমাদের সৎ পথে পরিচালনা করুন। আমিন।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট: সুদের বিষাক্ত ছোবলের মুখে বর্তমান সমাজ

কায়সার আহমাদ

অর্থনীতির পরিভাষায় সুদ হলো অর্থ বা সম্পদ ধার নেয়ার জন্য প্রদান করা "ভাড়া"। আরবি রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হলো রিবা অর্থাৎ সুদ। সুদ- অর্থের বিনিময়ে উপার্জন, ইউসারি, ইন্টারেস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

সুদ সাধারণত দুই প্রকার –

১. রিবা আন-নাসিয়া- এর অর্থ সময়ের বিনিময়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জনাব 'ক' ১ বছরের জন্য জনাব 'খ'-কে ১০০ টাকা ঋণ দিল এই শর্তে যে তাকে ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। এই অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো রিবা আন-নাসিয়া।

২. রিবা আল-ফদল- এর উদ্ভব হয় পণ্যসামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমান পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমানকে বলা হয় রিবা আল ফদল।

রিবা আন-নাসিয়া হল মূলত বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত সুদ। পুরো ব্যাংকিং সিস্টেম টিকে আছে এই সুদ ব্যবস্থার উপর। সাধারণ মানুষেরা এ সুদেই ঋণ নিয়ে থাকে। ব্যাংক স্বল্প হারের সুদে ঋণ নিয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক হারের সুদে ঋণ প্রদান করে, এই দুই সুদের হারের পার্থক্য হল ব্যাংকের লাভ বা মুনাফা। তাই অর্থনীতির ভাষায় বলা হয়, ব্যাংক পরের ধনের পোদ্দারি করে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হারাম সুদের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

পবিত্র কুর'আন এবং হাদিসে সুদ

পবিত্র কুর'আনে ১২টি আয়াতে সুদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ধাপে ধাপে সুদ হতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং এক পর্যায়ে সুদকে হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়।

কুর'আনে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"এবং ব্যবসায়কে হালাল করা হলো ও রিবাকে করা হলো হারাম" - (সূরা বাকারাঃ ২৭৫)

হাদিসে এসেছে- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহিতা, সুদ দাতা, সুদের লেন-দেন লিপিবদ্ধকারী এবং সুদের সাক্ষ্য দানকারীর উপর লানত করেছেন, এবং তিনি বলেন তারা সকলেই সমান।[113]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه

"সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আপন মাকে বিয়ে (মায়ের সঙ্গে জিনা) করা।"

সুদের ভয়াবহতা

সুদ নিয়ে সবচে' বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সূরা বাকারার ২৭৫-২৭৯ নাম্বার আয়াতে। আমরা এখানে এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা[114] আলোচনা করব, ইং শা আল্লাহ এতে সুদের ভয়াবহতা আমরা সহজেই বুঝতে পারব।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَانتَهٰى فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ

"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"

যারা সুদ খায় তারা শায়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে- এর কারণ হল, তারা বলে- 'ব্যবসা সুদের মতই!' ঐ সুদখোর লোকেরা তাদের কবর থেকে অজ্ঞান অথবা পাগলের মতো দিকভ্রান্ত হয়ে উত্থিত হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যারা সুদ ভক্ষণ করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে শৃঙ্খলিত বন্দী হিসেবে কবর থেকে তোলা হবে।' তিনি আরো বলেন যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুদখোরদের অস্ত্র তুলে নিয়ে মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে বলবেন। আল্লাহ পানাহ।

আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

"মি'রাজের রাতে একটি সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছি যাদের পেটগুলো বড় বড় ঘরের মতো, যার ভিতরে অনেকগুলো সাপ। যা পেটের বাহির থেকেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিলো। আমি বললাম, হে জিবরাঈল (আলাহিস সালাম) -এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর।[115]

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –কে জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তি স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের বর্ণনা দেন-

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ-حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ -وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ، [مَا يَسْبَحُ] ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ: أَنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

'যখন আমি লাল রঙ বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মতো লাল ছিলো, তখন আমি দেখি যে, এক লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন ফিরিশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তাঁর পাশে আরো একজন ফিরিশতা রয়েছেন। নদীতে থাকা লোকটি সাতরে তীরের কাছে আসার সাথে সাথে একজন ফিরিশতা তার মুখ হা করে ধরছেন এবং অপর ফিরিশতা তার মুখে পাথর ভরে দিচ্ছেন। তখন সে ওখানে থেকে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এরূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তার শাস্তির কারণ এই যে, সে সুদ খেতো।[116]

সুদ ভক্ষণকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

'এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ; অথচ মহান আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'

অধিকাংশ মুসলিমকে শুকরের মাংস খেতে বলা হলে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সুদ খেতে বলা হলে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। সুদ আজ আমাদের সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অনেকে একে গুনাহ মনে করেন না। অনেকে হারামও মনে করেন না। আমি

একাউন্টিং ও ইকোনোমিক্সের ছাত্র। আমার ফিল্ডে অনেক ছাত্র ও শিক্ষককে দেখেছি, তারা সুদকে শুধু জায়েজ না আবশ্যক মনে করেন। বরং তারা বলেন কোনো বেনেফিট/লাভ ছাড়া কারোর টাকা ধার নেয়া অন্যায়। টাকা নিলে তো অবশ্যই বেনেফিট দিতে হবে। এমনকি এক প্রফেসর বললেন- যদি কারোর বেতন বা পেনশন দিতে কিছু বেশি সময় লাগে তবে বেতন দিতে যত দিন বিলম্ব হল তত দিনের সুদ দিতে হবে, যদি সুদ না দেয়া হয় তাহলে তার উপর যুলুম হবে। উল্লেখ্য তিনি নন-প্রাকটিসং মুসলিম নন, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী।

যাইহোক, যদি কেউ মদ পান করে, এবং বিশ্বাস করে এটা হারাম। তবে সে একজন কবিরা গুনাহগার, ফাসিক। কিন্তু যদি সে মদ পান করাকে হারাম মনে না করে তবে সে কুফুরি করল। জেনে বুঝে এমন বিশ্বাস রাখলে সে কাফির হয়ে যাবে।

সুদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমন। যারা ব্যাংকে জব করেন, বা সুদ গ্রহন করেন বা প্রদান করেন। এদের অধিকাংশের হাবভাব দেখলে মনে হয় না, যে তারা সুদকে গুনাহ মনে করেন। মুখে না বললেও আচরণে একদম বৈধ মনে করেন, এবং এরা বিশ্বাস করেন সুদ ও ব্যবসা তো একই জিনিস। এরা এটা বলে দাবী করতে চান যে, ব্যবসা যেমন সুদও তেমন। অর্থাৎ ব্যবসা যেমন হালাল, সুদও হালাল। এই রকম বিশ্বাস পোষণকারী কাফির, কারণ তারা সুদকে হালাল মনে করে। তাই এরা চিরকালের জাহান্নামে থাকবে। যদিও যারা সুদ খায় কিন্তু সুদকে হারাম মনে করে তারা কবিরা গুনাহগার।

হাদিসে এসেছে এমন যামানা আসবে, যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফির হয়ে যাবে, এবং সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে কাফির হয়ে যাবে। সুদকে বৈধ মনে করে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ঈমানহারা হচ্ছে, এবং জাহান্নামে চিরকালের জন্য সুদের টাকায় প্লট বুকিং করছে।

ফিরে আসো, নাহয় আল্লাহ ও রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও

এরপরে আল্লাহ সুদ হতে আমাদের ফিরে আসতে বলেছেন। তিনি বলেন, "মহান আল্লাহ্‌র উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

এই আয়াত নাযিলের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"জাহিলিয়াতের যুগের সমস্ত সুদ আমার পদদ্বয়ের নীচে ধ্বংস হয়ে গেলো। সর্বপ্রথম সুদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুদ।"[117]

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِى ٱلصَّدَقَٰتِ

"আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন।"

পার্থিব জীবন সুদের অর্থ ও উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে মানুষ তা দীর্ঘ কাল ধরে ভোগ করার স্বপ্ন লালন করছে। অথচ সুদের টাকায় বাড়ি, গাড়ি, লোনের টাকায় ব্যবসা ইত্যাদিতে কোনো বরকত নেই, রবং আল্লাহ এই সম্পদ ছিনিয়ে নেন। মাঝে মাঝে কিছু সময় বান্দাকে ছাড় দেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর মানুষ তার অন্তিম পরিণতি ভোগ করে।

এখনই সময় আমাদের বুঝে যাওয়ার, সত্য অনুধাবন করার। অন্যথায় আল্লাহ এমন এক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন যা কাফিরদের জন্যও করা হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।"

অতপর বলেন,

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"কিন্তু যদি (পরিত্যাগ) না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্ত্তত হয়ে যাও।"

হারামে জড়িত ব্যক্তির দু'আ কবুল হবে না

কেউ হারাম কোনো খাবার খেলে বা কারো খাবার হারাম টাকায় কেনা হলে, পোশাক হারাম বা হারাম টাকায় কেনা হলে আল্লাহ ঐ অবস্থায় তার দু'আ কবুল করেন না। আল্লাহ (মমিনদেরকে উদ্দেশ্য) করে বলেছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে মু'মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলো খেতে থাকো এবং মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শোকর করতে থাকো, যদি তোমরা তাঁরই 'ইবাদত করে থাকো।"- (সূরা বাকারাঃ ১৭২)

এই আয়াত তিলাওয়াত শেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"এক লোক দীর্ঘ সফর করেছে, যার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত এবং নিজেও ধূলাবালিতে জর্জরিত; সে তার দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেঃ হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব! অথচ সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, সে যে পোশাক পরিধান করে তাও হারাম আয়ে জর্জরিত অর্থ দ্বারা তৈরী, তার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। সুতরাং কিভাবে তার প্রার্থনা কবুল হবে?"[118]

অথচ আজ সমাজে পরিপূর্ণ হালাল খুজে পাওয়া যায় না। মানুষ সুদে জড়িয়ে গেছে, সুদের হারাম টাকা খেতে চিন্তাও করে না। এমনকি ইবাদত করা বা আল্লাহর বিধানের পালনের জন্যও সুদ দেদারসে ব্যবহার করছে। সুদের টাকা মসজিদ মাদরাসায় দিচ্ছে। সুদের টাকায় যাকাত আদায় করছে। হজ্জ ওমরাহ করছে। এই হারাম টাকায় ইবাদাত করা আল্লাহর সাথে মশকরা করার শামিল। যদি সুদের টাকায় হজ্জ করা জায়েজ হয় তবে গরু চুরি করে কুরবানি করাও জায়েজ হবে। ব্যাংকে জব আজ সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে, অথচ এটা সুস্পষ্ট হারাম। অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেন 'আমি তো নিজের কাজ করে, কষ্ট করে বেতন নিচ্ছি' তারা বুঝেন না যে, চোরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কষ্ট করে চুরি করে। তাই বলে কি চুরি বৈধ হয়ে যাবে?

ঘুষ ও সুদ- বর্তমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে ঘুষ দেওয়া নেওয়া উভয়ই হারাম। বর্তমান সমাজে ঘুষ বিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠেছে এটা অবশ্য ভালো। অভিভাবক, শিক্ষক, প্রশাসন বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান সবাই ঘুষ আদান-প্রদানের প্রতি ব্যক্তিগত বা সামাজিক ভাবে নিরুৎসাহিত করছে। ঘুষের ভয়াবহতা বুঝাতে আমরা যেমন সামাজিক ও মানবিক কারন তুলে ধরি ঠিক আরও গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় কারন উল্লেখ করি। কারোর মনে ভয় জাগাতে শেষ বিচারের কথা মনে করিয়ে দিই, যে ঘুষ নিলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবেন। যদিও সমাজে ঘুষ কমছে না তবুও ঘুষ একটি খারাপ বিষয়- কমপক্ষে এই মানসিকতা সবারই গড়ে উঠেছে।

কিন্তু সমাজে আরেকটি বড় অন্যায় ও পাপ রয়েছে তা হল সুদ। ইসলামে সুদ আদান-প্রদান, সুদের হিসাব রক্ষণ এবং সুদের সাক্ষী দেওয়া সবই হারাম। হ্যাঁ ঘুষ একটি কবিরা গুনাহ কিন্তু সুদ ঘুষের চাইতেও বড় কবিরা গুনাহ। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "সুদের ৭০ টি গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজ মাকে বিয়ে করার পাপের সমান।" ঘুষের প্রতি সমাজের যে মানসিকতা সুদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো। ঘুষের ফলে সমাজ ও মানবতার যে ক্ষতি হয় তার চেয়ে হাজার গুন বেশি ক্ষতি হয় সুদের জন্যে। অন্তর্দৃষ্টির অন্ধ সেকুলার মানসিকতার লোকেরা এটা বুঝবে না। বরং যেখানে তারা ঘুষকে বর্জন করতে উপদেশ দিচ্ছে অন্যদিকে সুদের প্রতি উৎসাহিত করছে। সবাই সুদের জন্য মার্কেটিং করছে, যেন এরা সুদের ফেরিওয়ালা, সুদের দালাল। কেউ সুদের বিরুদ্ধে বললে সমাজে তার নিন্দা করা হয়, কেউ ব্যাংকে জব করতে না চাইলে, তাকে পাগল মনে করা হয়। ঘুষের জন্য যদি আল্লাহর ভয়কে মনে করিয়ে দেয়া হয় তবে সুদের জন্য আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিতে হয়।

সমাজে ঘুষ গ্রহীতাকে খুব খারাপ ভাবে দেখা হয় কিন্তু সুদ গ্রহীতাকে খুব সম্মান করা হয়। যার ফিক্সড ডিপোজিট যত বেশি সে তত বেশি সম্মানের পাত্র। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে বিজিনেস শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেন, সরকারি চাকরি করলে ঘুষ থেকে সাবধান থেকো, আর প্রাইভেট চাকরি করতে চাইলে প্রথমেই ব্যাংক জবকে প্রাধান্য দিও। ঘুষের টাকায় বাড়ি গাড়ি হলে তা অন্যায়, আর সুদের টাকায় বাড়ি গাড়ি হলে তা ন্যায় এবং সম্মানের ইনকাম। মানুষ বলে সে তো সরকারি চাকরি করে, অর্থাৎ নতুন কেনা গাড়িটি ঘুষ দিয়ে কিনেছে নিশ্চয়। প্রক্ষান্তরে সুদের মাধ্যমে গাড়ি কিনলে সে ইস্টাব্লিসড ম্যান। ছেলে ঘুষ খায় তার কাছে বিয়ে দেওয়া যাবে না, ব্যাংকে জব আছে এমন ব্যক্তিকেই বিয়ে দিতে হবে। কি নব্য জাহিলিয়াতে আমরা বসবাস করছি। এদের উপর শয়তানের আছর পড়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন- "যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা কেবল সে ব্যক্তির মতো দণ্ডায়মান হয় যাকে শয়তান নিজের স্পর্শ দ্বারা মাতাল বানিয়ে দিয়েছে", এই সেকুলার সমাজ নিজ স্বার্থদেখে ইসলামকে ব্যবহার করে।

ঘুষ ও সুদ উভয়টি বর্জনীয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন। অন্যদিকে আল্লাহ পবিত্র

কুর'আনে ইরশাদ করেছেন, "অতঃপর যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (সূরা বাকারাহ- ২৭৯)

গ্রাম্য সমাজে সুদের ছোবল

বর্তমান সবচেয়ে বেশি জনজমাট নিশ্চিত লাভজনক ব্যবসা! হল সুদের ব্যবসা!। বিশেষ করে গ্রাম্য হত দরিদ্র কৃষক শ্রেণী এই সুদ নামক মহামারীতে বেশি আক্রান্ত। তারা সুদে ধার দেওয়া মহাজনদের দ্বারা জুলুমের শিকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলের উপর ১০% ধরে সুদ চার্জ করা হয়। হাজারে একশত টাকা। কেউ দুই মাসের জন্য ২৫,০০০/= টাকা ঋণ নিলে তাকে প্রতি মাসে শুধু সুদ দিতে হবে ২,৫০০/= টাকা। এক লক্ষ টাকা ঋণ নিলে মাসে ১০ হাজার টাকা সুদ হবে। ফসল চাষ করার ঋণ নিলে- ফসল বিক্রি করে টাকা পেতে কমপক্ষে ৩/৪ মাস অপেক্ষা করতে হয়। চার মাস শেষে সুদী মহাজনকে দিতে হবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তাহলে নিশ্চিত ভাবে দেনাদারকে ১,৪০,০০০/= টাকা আয় করতে হবে অন্যথায় তাকে জমি বা বাসগৃহ দিয়ে ঋণ আদায় করতে হবে। ফসল উৎপাদন নিশ্চিত বিষয় নয়, এটা আপেক্ষিক। এটা স্পষ্ট জুলুম। অর্থের পোদ্দারি ব্যাংকারও এত সুদ চার্জ করে না। বর্তমান সুদের হার বাৎসরিক ৮-৯% আর এই সব জালিম মহাজনের সুদের হার হল মাসিক ১০%। সুদ সম্পর্কে ইসলামে এমন শাস্তি বর্ণীত হয়েছে যা অন্য কোনো পাপের জন্য হয় নাই। কে পারবে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে?

সুদের মোহে অন্ধ সমাজ

সুদ হল বর্তমানে বিশ্বে এক মহাফিতনা। পৃথিবীর ইতিহাসে সুদ কখনো এতটা বিস্তার করে নাই যতটা এখন করেছে। এক সময় খ্রিষ্টান ধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল তবে যুগের স্বার্থে! কয়েক শতাব্দী পূর্বে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা নিষিদ্ধতা বাতিল করেছে। মূলত খ্রিষ্টানরা ইয়াহুদীদের চক্রান্তে পা দিয়ে সুদে জড়িয়ে গেছে। এখন পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কাছে উন্নত জীবন যাপনের যাবতীয় সকল সামগ্রি রয়েছে কারন তাদের জন্য ব্যাংক লোন নেয়া খুব সহজ। গাড়ি, বাড়ি, উচ্চ শিক্ষা, স্মার্ট ফোন, গেজেট সবকিছুতেই লোন মিলে খুব সহজে। কিন্তু তারা সব কিছু ভোগ করতে পারলেও সত্যিকারের মালিকানা তাদের নেই। এই সব লোন বস্তুগত ইচ্ছা পূরণ করলেও মানুষকে সত্যিকারের সুখ দিতে পারেনি। তাই তো তারা হতাশা, নিরাশা, দুর্দশা ও একাকীত্বে ভোগে। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যারা সুদ সহ হারামে জড়িয়ে আছেন, তারা অন্তর থেকে চিন্তা করে বলুন তো আপনারা কি এই হতাশা, একাকীত্ব রোগে ভুগছেন না? দুনিয়াকে আপনি দেখাচ্ছেন আপনি সুখি, কিন্তু এটা কি শুধু অভিনয় নয়? আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন-

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"(পার্থিব ভোগ সামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের প্রচেষ্টা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও।" (সূরা তাকাছুরঃ ১-২) অর্থাৎ কবরে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত প্রাচুর্যের ক্ষুধা গাফেল করে রাখে।

যাইহোক, জীবনটাকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে একজনকে যাবতীয় সামগ্রি ভোগের পাশাপাশি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তার জীবনের পুরো সময় ও পরিশ্রম ঋণের টাকা পরিশোধ করতে লেগে যায়। জীবনের এখন একটি উদ্দেশ্য হয়ে গেছে- আমার বাড়ি, গাড়ি, স্মার্ট- ফোন, উচ্চ শিক্ষা, বিলাসবহুল জীবন ইত্যাদি পেতে হবে এবং লোন চুকাতে হবে তাই চাই পরিশ্রম। আর এভাবে নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবার সময় নেই। নিজের ব্যক্তিসত্তার বাহিরে বের হতেই পারে না তারা। দুনিয়া কেন বানানো হয়েছে? কেন আমরা দুনিয়ায় এসেছি? মৃত্যু কি আমাদের পাকরাও করবে না? ইত্যাদি নিয়ে চিন্তার সময় ও সুযোগ নেই। বস্তুবাদী দুনিয়ায় তারা নিজেদের অস্তিত্বকেই একটি বস্তুতে পরিনত করেছে। আর এই জীবনে সুখ বলতে কি আছে তা আসলে কেউ বুঝতে পারে না।

সন্দেহ-জনক উপার্জন পরিত্যাগ করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.

"হালাল স্পষ্ট ও হারামও স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে কতোগুলো জিনিস সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এগুলো হতে দূরে অবস্থানকারীগণ নিজেদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচালো। ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই হচ্ছে হারামের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। যেমন কোন রাখাল কোন এক ব্যক্তির রক্ষিত চারণ ভূমির আশ-পাশে তার পশুপাল চরিয়ে থাকে। সেখানে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ পশুপাল ঐ ব্যক্তির চারণ ভূমিতে ঢুকে পড়বে।"[119]

অন্যত্র এসেছে,

دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ

"যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা ছেড়ে দাও এবং যা পবিত্র তা গ্রহণ করো।"[120]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

"পাপ সেটাই, যা অন্তরে খটকা দেয়, মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং যা জনগণের মধ্যে জানাজানি হওয়াটা তুমি পছন্দ করো না।"[121]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন- "বড়ই আফসোস যে, আমি সুদের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারিনি এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করো এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ করো যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে।"[122]

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ জামানায় সবাই সুদে জড়াবে যে জড়াবে না সুদের ছিটা তাকেও গ্রাস করবে। তাই সন্দেহজনক এমন সকল কিছু থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। সুদ ও ব্যাংক থেকে তো বাঁচতেই হবে সাথে সাথে ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম বা কোন ব্যাংকের দারোয়ান, ড্রাইভার অথবা ব্যাংকের এমন কোন ডিপার্টমেন্ট যেটা সুদের সাথে জড়িত নয় ইত্যাদির সাথে যুক্ত হওয়া থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। আর একদম না পারলে কমপক্ষে হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোন ভাবেই সেটাকে হালাল বানানোর স্কোপ খোঁজা যাবে না। প্রতিনিয়ত হারাম থেকে বেঁচে থাকার দু'আ করতে হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের ছোট-বড় ও সন্দেহজনক সকল ধরনের সুদ এবং হারাম উপার্জন ও হারাম ভক্ষণ থেকে দূরে রাখুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

Bibilography

- **The Greatness of Seeking Dorgiveness and Repenting to Allah**, Sheikh Abu Abdullah Mustafa bin Al-adawi, Daar-us-Sunnah, Birmingham, United Kingdom 1421 A.H (2001 C.E)
- **Islam: The Perfectly Complete Religion,** Sheikh Muhammad Al-Ameen Ash-Shinqeetee, Invitation to Islam, London, United Kingdom 1423 A.H (2003 C.E)
- **Forbidden Business Transactions,** Sheikh Saalih Al-Fawzaan, www.al-Ibaanah.com (2003 C.E)
- **15 Ways to Increasing your Earnings Drom the Quran and Sunnah,** Abu Ammaar Yasir Qadhi, Al-Hidaayah Publishing and Distribution, Birmingham, United Kingdom 1422 A.H (2002 C.E)
- **The Illusion of Security**, Dr. Sulaiman Ath-Thniyyan Teacher at the Imam University-Qaseem Branch (in co-operation with *Al-Jumuah* staff writers) From *Al-Jumuah Magazine* volume 11 issue 12
- **Minhaj Al-Muslim**, Abu Bakr Jaabir Al-Jaza'iry, Darussalam Publishers, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia (2001 C. E)

নোট

[←1]

খুতাবাত আল-হাজাহ। এটা হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনপ্রিয় একটি খুতবা। যখন তিনি খুতবা দিতে দাঁড়াতেন তখন এই খুতবা দিয়েই তাঁর নাসিহাহ শুরু করতেন।

[←2]

সহিহ বুখারি- ৫৮।

[←3]

সহিহ মুসলিম- ৫৫।

[←4]

আল- বাযযার; বুলগুল মারাম; আল হাকিম; তাওযিহুল আহকাম; মুসনাদে আহমাদ; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২১৩৮। হাসান।

[←5]

জামে আত তিরমিযি- ২৩৪৪; মুসনাদে আহমাদ- ৩৭২; হাসান।

[←6]

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

فَقَالَ الْمُرْسَلِينَ بِهِ أَمَرَ بِمَا الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ اللَّهَ وَإِنَّ طَيِّبًا إِلاَّ يَقْبَلُ لاَ طَيِّبٌ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا

"হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে ঐ সকল নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছেন তার প্রেরিত রাসুলগণকে। আল্লাহ বলেন-

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّي ۖ صَالِحًا وَاعْمَلُوا الطَّيِّبَاتِ مِنَ كُلُوا الرُّسُلُ أَيُّهَا يَا

"হে রসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।" (সূরা মু'মিনুনঃ ৫১)

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنتُمْ إِن لِلَّهِ وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِن كُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।" (সূরা বাকারাঃ ১৭২)

অত:পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধূলিমলিন অবস্থায় এলোমেলো চুল নিয়ে দুই হাত আকাশের দিকে উঁচু করে বলতে থাকে :

لِذَلِكَ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى بِالْحَرَامِ وَغُذِيَ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ رَبِّ يَا رَبِّ يَا

"হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, এবং বস্ত্র হারাম, এমতাবস্থায় তার দু'আ কেমন করে কবুল হবে!" (সহিহ মুসলিম- ১০১৫)

[←7]

হুযাইফাহ ইব্‌নু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে কল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো জাহিলীয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন,

دَخَنٌ وَفِيهِ نَعَمْ،

"হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রজাল থাকবে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধূম্রজাল কিরূপ? তিনি বললেন,

وَتُنْكِرُ مِنْهُمْ تَعْرِفُ هَدْيِي، بِغَيْرِ يَهْدُونَ قَوْمٌ

"এক জামাআত আমার পথ ও পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন,

فِيهَا قَذَفُوهُ إِلَيْهَا أَجَابَهُمْ مَنْ جَهَنَّمَ، أَبْوَابِ عَلَى دُعَاةٌ نَعَمْ،

"হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।"

আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাদের কিছু স্বভাবের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন,

بِأَلْسِنَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ جِلْدَتِنَا، مِنْ هُمْ

"তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে।"

আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কী করতে হুকুম দেন? তিনি বললেন,

وَإِمَامَهُمْ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةَ تَلْزَمُ

"মুসলিমদের জামা'আত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে।"

আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন,

ذَلِكَ عَلَى وَأَنْتَ الْفِرَقَ تِلْكَ فَاعْتَزِلْ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ

"তখন সকল দলমত ত্যাগ করে সম্ভব হলে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।" (সহিহ বুখারি- ৭০৮৪)

[←8]

জামে আত তিরমিযি- ২৪১৬; সহিহ।

[←9]

সুনানে ইবনে মাজাহ- ৪১৬৪; জামে আত তিরমিযী- ২৩৪৪; মুসনাদে আহমাদ- ৩৭২। হাসান।

[←10]

সহিহ বুখারি- ২৩২০।

[←11]

জামে আত তিরমিযী- ১৩৭৯। সহিহ।

[←12]

সহিহ বুখারি- ২০৭২।

[←13]

মুসনাদে আহমাদ; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২১৩৮। হাসান।

[←14]

সহিহ বুখারি- ১৪৭০।

[←15]

সহিহ বুখারি- ১৪৪৫।

[←16]

সহিহ বুখারি- ২২৬২।

[←17]

সহিহ বুখারি- ২০৭২।

[←18]

সহিহ মুসলিম- ১০৪০।

ভিক্ষাবৃত্তি করতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু হাদিস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

- "যে ব্যক্তি অভাব ব্যতীত ভিক্ষা করলো; সে যেন জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করলো।" (মুসনাদে আহমদ)
- "আল্লাহ তায়ালার কাছে বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচুমানের ও রাগ সৃষ্টিকারী কর্ম হলো স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ও ভিক্ষাবৃত্তি করা।" (ইবনে মাজাহ)
- "ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত স্বরূপ; এর দ্বারা ভিক্ষুক মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত করে।" (সুনানে নাসায়ি)
- "যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে ভিক্ষা করে, সে হাতে অঙ্গার রাখার মতো ভয়াবহ কাজ করে।" (বায়হাকি)

[←19]

সুনানে ইবনে মাজা- ১৮৩৮; সহিহ মুসলিম- ১০৪১।

[←20]

সুনানে নাসাঈ- ২৫৯৭। সহিহ।

[←21]

সুনানে আবু দাউদ- ১৬৪১। যয়িফ।

অন্য এক হাদিসে এসেছে- "তিন ব্যক্তি ছাড়া কারোর জন্য ভিক্ষা করা জায়েজ নেই। তারা হলো-

- ১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (যার পুরো সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে) তার জন্য ভিক্ষার অনুমতি রয়েছে। যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে, তখন আর ভিক্ষা করা হালাল হবে না।
- ২. ওই ব্যক্তি, যার সম্পদ কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তার প্রয়োজন অনুযায়ী ভিক্ষা করা হালাল।
- ৩. ওই ব্যক্তি, যে একেবারেই নিঃস্ব এবং তার বংশের তিনজন সাক্ষী দেয় যে, সে নিঃস্ব। তার জন্যও প্রয়োজন অনুযায়ী ভিক্ষা করা হালাল। এর বেশি হালাল নয়।" - (জামে আত তিরমিযি; সহিহ মুসলিম)

[←22]

সহিহ মুসলিম- ২৫৫৭।

[←23]

সুনানে ইবনে মাজা- ৯০। যয়িফ।

[←24]

সহিহ মুসলিম- ২৭২১; জামে আত তিরমিযি- ৩৪৮৯।

[←25]

সুনানে ইবনে মাজা- ৯২৫। সহিহ।

[←26]

সহিহ বুখারি- ৬৩৩৪।

[←27]

উরওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, "নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাঁকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দুটি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দিনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দিনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।"- (সহিহ বুখারি)

[←28]

সহিহ আল জামি।

[←29]

সুনানে ইবনে মাজা- ৯৪। যয়িফ।

[←30]

জামে আত তিরমিযি- ১২০৯। যয়িফ।

[←31]

আল- বাযযার; বুলগুল মারাম; আল হাকিম; তাওযিহুল আহকাম; মুসনাদে আহমাদ; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২১৩৮। হাসান।

[←32]

সহিহ মুসলিম- ১৫৩২।

[←33]

জামে আত তিরমিযি- ১২১০; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৪১৪৬। যয়িফ।

[←34]

আহমাদ।

[←35]

সুনানে আবু দাউদ- ১৬৪১। যয়িফ।

[←36]

সহিহ বুখারি- ৩১৪৩।

[←37]

সহিহ মুসলিম- ১০৪৪।

[←38]

সহিহ বুখারি- ১৪৬৯।

[←39]

সহিহ মুসলিম- ১৫৯৮; জামে আত- তিরমিযি- ১২০৬।

[←40]

সহিহ আল জামি- ৩৩৭৫; মুসনাদে আহমাদ; মিশকাত; আত তাবারানি। সহিহ।

[←41]

সহিহ আল জামি- ৩৫৩৭; আল হাকিম; আত তাবারানি। সহিহ।

[←42]

[←40]

সহিহ আল জামি- ৩৩৭৫; মুসনাদে আহমাদ; মিশকাত; আত তাবারানি। সহিহ।

[←41]

সহিহ আল জামি- ৩৫৩৭; আল হাকিম; আত তাবারানি। সহিহ।

[←42]

উদাহরণঃ সোহেল মুহিতের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিল এই শর্তে যে, এক মাস পর ১ লক্ষ টাকার সাথে অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা মুহিতকে প্রদান করবে। এখানের ১০ হাজার টাকা হল সুদ এবং এটা হল একটি সুদী লেন-দেন।- অনুবাদক

[←43]

উদাহরণঃ জনাব সোহেল তার নিকট থাকা ৫ কেজি খেজুর, জনাব মুহিতের ৪ কেজি খেজুরের সাথে বিনিময় করলেন। এখানে অতিরিক্ত এক কেজি খেজুর হল রিবা আল-বাই। আবার জনাব সোহেল তার ২ কেজি নিম্নমানের খেজুর জনাব মুহিতের ১ কেজি উন্নত জাতের খেজুরের সাথে বিনিময় করলেন। তাদের এই অসম লেন-দেন হল সুদ। সমজাত দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করার সময়, যা অতিরিক্ত নেয়া হয়, তা হতে পারে অনুপাতে বা মানে, তাকে 'রিবা আল-ফজল' বলে।- অনুবাদক

[←44]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৩৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২২৫৪; সহিহ মুসলিম। সহিহ।

[←45]

সহিহ বুখারি- ২৩১২।

[←46]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৩৪৯। সহিহ।

[←47]

সহিহ বুখারি- ২১৮০।

[←48]

অর্থাৎ ১০০ টাকার সাথে ১০০ টাকা বিনিময় হতে হবে, ১১০ টাকা বা ৯০ টাকা হলে তা সুদ হয়ে যাবে।

[←49]

বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে বীমা গ্রহীতা বীমা কোম্পানিকে যত টাকা প্রদান করে, দুর্ঘটনা হলে বা না হলে বীমা কোম্পানি সমপরিমাণ টাকা বীমাগ্রহীতাকে প্রদান করে না।

[←50]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা আব্দুর রহমান (একজন মিশরীয় ব্যক্তি) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আঙুরের নির্যাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছোট পানপাত্রভর্তি মদ উপস্থাপন করে, তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حَرَّمَهَا قَدْ اللَّهَ أَنَّ عَلِمْتَ هَلْ

"তুমি কি জানো, আল্লাহ এটা হারাম করেছেন?"

সে বলব, 'না' আমি জানি না'। অতঃপর একজন তাকে ফিসফিস করে কিছু বলল। আল্লাহর রাসুল জিজ্ঞেস করেন, 'সে কি বলেছ?' জবাবে সে বলল, 'সে আমাকে এটা বিক্রি করে দেয়ার উপদেশ দিয়েছে'। (এটা শুনে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

بَيْعَهَا حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ الَّذِي نَّ

"নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি এটা পান করা হারাম করেছেন তিনি এটা বিক্রি করাও হারাম করেছেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, "পরে ঐ ব্যক্তি পানপাত্রের মুখ খুলে উল্টে রাখে যতক্ষন পর্যন্ত না তার মধ্যে থাকা মদ সব পড়ে যায়।" (সহিহ মুসলিম- ১৫৭৯)

[←51]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন,

وَالأَصْنَامِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ الْخَمْرِ بَيْعَ حَرَّمَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ إِنَّ

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে।' তিনি বললেন,

حَرَامٌ هُوَ لاَ،

"না, তাও হারাম।"

তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَمَنَهُ فَأَكَلُوا بَاعُوهُ ثُمَّ جَمَلُوهُ شُحُومَهَا حَرَّمَ لَمَّا اللَّهَ إِنَّ الْيَهُودَ، اللَّهُ قَاتَلَ

"আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।" (সহিহ বুখারি- ২২৩৬)

[←52]

সহিহ মুসলিম- ২০০৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩৩৭০; সুনানে আন নাসাঈ- ৫৬৯৯।

[←53]

হাদিসে খামর শব্দটি এসেছে, খামর-এর প্রচলত অর্থ মদ এবং মাদকদ্রব্য। উপস্থাপনের সুবিধার্থে 'মদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও মদ বলতে এখানে সকল নেশাজাতীয় দ্রব্য বুঝানো হচ্ছে।

[←54]

জামে আত তিরমিযি- ১২৯৫; সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩৩৮১। সহিহ।

[←55]

সুনানে ইবনে মাজা; সহিহ ইবনে হিব্বান; সুনানে আবু দাউদ- ৩৬৮৯। সহিহ।

আরেক হাদিসে রয়েছে, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য পান এবং গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে।" (সহিহ বুখারি; সুনানে ইবনে মাজা)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এই উম্মতের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ, চেহারা বিকৃতি ও ভূমিধ্বস আযাব নাযিল হবে। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এমনটি কখন হবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন "যখন গান-বাজনা ও নর্তকী মেয়েদের আবির্ভাব ঘটবে এবং (অহরহ) মদপান করা হবে।" (জামে আত তিরমিযি)

[←56]

এটা হল একধরনের পাতা যা আরবে নেশাজাতীয় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন স্থানে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত, খাত (Khat), কাত, গাত ইত্যাদি।

[←57]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন,

وَالأَصْنَامِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ الْخَمْرِ بَيْعَ حَرَّمَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ إِنَّ

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন।" (সহিহ বুখারি- ২২৩৬) অন্যত্র এসেছে,

فَسَأَلْتُهُ حَجَّامًا، عَبْدًا اشْتَرَى أَبِي رَأَيْتُ قَالَ جُحَيْفَةَ، أَبِي بْنِ عَوْنِ عَنْ شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ، أَبُو حَدَّثَنَا وَآكِلِ وَالْمَوْشُومَةِ، الْوَاشِمَةِ عَنْ وَنَهَى الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، ثَمَنِ عَنْ وسلم عليه الله صلى النَّبِيُّ نَهَى فَقَالَ .الْمُصَوِّرَ وَلَعَنَ وَمُوكِلِهِ، الرِّبَا،

আওন ইবনু আবূ জুহাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক গোলাম খরিদ করেন যে শিঙ্গা লাগানোর কাজ করত। তিনি তাঁর শিঙ্গার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, আর দেহে দাগ দেয়া ও নেয়া হতে নিষেধ করেছেন। সুদ খাওয়া ও খাওয়ানো নিষেধ করেছেন আর ছবি অঙ্কনকারীর উপর লা'নত করেছেন।" (সহিহ বুখারি- ২০৮৬)

[←58]

অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

[←59]

অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

[←60]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৫০৩; জামে আত তিরমিযি- ১২৩২; সুনানে আন নাসাঈ- ৪৬১৩। সহিহ।

[←61]

"যখন নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাকিতে একটি বস্তু বিক্রি করে পুনরায় বিক্রেতা প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বস্তুটি ক্রেতার কাছ থেকে নগদে ক্রয় করে নেয়- এমন লেন-দেনকে বাইয়ে ঈনা বলে"- হাদিস ব্যাখ্যাকার আল্লামা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী রহিমাহুল্লাহ (বাজলুল মাজহুদ)।– অনুবাদক।

[←62]

এই পদ্ধতিটি যদিও বাহ্যিকভাবে বেচাকেনা মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা বেচাকেনা নয়। আর এ পদ্ধতিতে বেচা-কেনা মূল উদ্দেশ্যও নয়। কারণ বেচাকেনা উদ্দেশ্য হলে একটু আগে ক্রয়কৃত বস্তুটি আবার বিক্রি করা হত না। স্পষ্টত বোঝা যায় যে, এ ধরনের লেন-দেন দ্বারা একপক্ষের ঋণ গ্রহণ করা ও অপরপক্ষের ঋণের ওপর অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এরই নাম সুদ। এটি সুদ গ্রহণেরই একটি প্রসিদ্ধ হিলা বা অপকৌশল। এখানে পণ্যের বেচা-কেনা হল সুদী লেন-দেন জায়েজ করার এক ঘৃণ অপপ্রচেষ্টা।- অনুবাদক

[←63]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৪৬২। সহিহ।

[←64]

সহিহ বুখারি- ২১৫০; সহিহ মুসলিম- ২৫৬৩।

[←65]

সহিহ বুখারি- ১/২৮৭।

[←66]

সহিহ বুখারি- ২১৩৯।

[←67]

সহিহ মুসলিম- ১৫৩২।

[←68]

সহিহ মুসলিম- ৫৫।

[←69]

সহিহ মুসলিম- ১০২।

[←70]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৬৯৬। সহিহ।

[←71]

অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

[←72]

সুনানে আন নাসাঈ- ৫৬৭২। হাসান।

[←73]

সহিহ বুখারি- ৬১০৭।

[←74]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৫৮০।

[←75]

সহিহ মুসলিম- ২১৯৯।

[←76]

সহিহ বুখারি- ২৪৩২; সুনানে আবু দাউদ- ৫১৩২।

[←77]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৫৪১। হাসান।

[←78]

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায রহিমাহুল্লাহ-এর দরস থেকে।

[←79]

ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ, ২/১৭৬।

[←80]

সুনানে ইবনে মাজাহ- ২৪৪৩। সহিহ।

[←81]

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ

"তোমরা কি জানো দরিদ্র কে?"

উপস্থিত লোকেরা বললো, আমাদের ভেতরে দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার নগদ অর্থও নেই, কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিও নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إنّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ
أَنْ قَبْلَ حَسَنَاتُهُ فَنِيَتْ فَإِنْ حَسَنَاتِهِ مِنْ وَهَذَا حَسَنَاتِهِ مِنْ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا وَضَرَبَ هَذَا دَمَ وَسَفَكَ هَذَا
يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"প্রকৃত দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, ও যাকাতের আমল সাথে নিয়ে যাবে, কিন্তু এমন অবস্থায় যাবে যে, সে এই সব ইবাদত করার পাশাপাশি কাউকে গালিও দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্ত ঝরিয়েছে, অথবা কাউকে মারপিট করেছে। এমতাবস্থায় সে দুনিয়ায় যাদের ক্ষতি করে ছিল, তাদের এক একজনকে ডেকে এই আমলদার ব্যক্তির সব নেক কাজগুলো ভাগ করে দেয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে ব্যক্তির দায় মুক্ত হওয়ার আগেই যদি তার নেক আমলগুলো শেষ হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের গুনাহগুলো সেই আমলদার ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহিহ মুসলিম- ২৫৮১)

[←82]

সহিহ বুখারি- ২২২৭।

[←83]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৫০৪; সুনানে আন নাসাঈ- ৪৬১১; জামে আত-তিরমিযি- ১২৩৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২১৮৮। হাসান সহীহ।

[←84]

আবু দাউদ- ৩৪৬১; ইরওয়া ৫/১৪৯-১৫০। হাসান।

[←85]

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ।

[←86]

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ।

[←87]

সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

[←88]

সুনানে আবু দাউদ- ৩৪৭৮; সহিহ মুসলিম- ১৫৬৫; সুনানে ইবনু মাজাহ-২৪৭৬; জামে আত-তিরমিযি- ১২৭২। সহিহ।

[←89]

জাহিলী যুগে রীতি ছিল যে, বিক্রেতা বলত- এই বস্তুগুলোর মধ্যে যেটিতে আমার নিক্ষিপ্ত কংকর পড়বে সেটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম।

[←90]

ব্যাখ্যা: কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচার তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

(১) এ কাপড়গুলোর মধ্য হতে যেটিতে আমার নিক্ষেপ করা পাথর লাগবে সে কাপড় আমি তোমার কাছে বিক্রি করব। অথবা এ ভূমিতে আমি পাথর নিক্ষেপ করব, পাথর যেখানে পড়বে সে পর্যন্ত ভূমি আমি তোমার কাছে বিক্রি করব।

(২) বিক্রেতা কর্তৃক এটা বলা যে, আমি এ পাথর পণ্যের দিকে নিক্ষেপ করব যেখানে পাথরটি পড়বে সে পণ্য তোমার কাছে বিক্রি করব তবে তাতে তোমার ক্রয় করা বা না করার ঐচ্ছিকতা থাকবে।

(৩) এ পাথর আমি নিক্ষেপ করব যেখানে পড়বে সেটা বিক্রিত। আর (غرر) পণ্য অজ্ঞাত রেখে কেনা-বেচা করা, এটি কেনা-বেচা অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আর এতে অনেকগুলো মাসআলাহ্ রয়েছে। 'বায়-ই গারার' হলো- যা নির্দিষ্ট পরিমাপে পরিমাপ করা যায় না এবং তাতে ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। যেমন- বেশি পানিতে থাকা মাছ বিক্রি করা, গাভী বা উটের স্তনে থাকা দুধ বিক্রি করা, পশুর পেটের অভ্যন্তরীণ বাচ্চা বিক্রি করা এবং কোনো খাদ্য স্তূপ অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা ইত্যাদি।

জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় বায়-ই মুলামাসাহ্, মুনাবাযাহ্, পশুর পেটের বাচ্চা বিক্রি করা, পাথর ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা ইত্যাদি। এ জাতীয় সকল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত অনেক নস্ (মূল ইবারত) এসেছে যেগুলো এসব ধরনের লেনদেন-কে 'বায়-ই গারার'-এর অন্তর্ভুক্ত করে। আর এসবগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এগুলো জাহিলী জামানার ক্রয়-বিক্রয়, এসবগুলো হারাম। আল্লাহু আ'লাম। (শারহে মুসলিম ১০ম খন্ড, হাঃ ১৫১৩, ১৫১৪)।

[←91]

সহিহ মুসলিম- ১৫১৩; সুনানে আন নাসাঈ- ৪৫১৮; মুসনাদে আহমাদ- ৭৪১১; সুনানে আবু দাউদ- ৩৩৭৬; সহীহ আল জামি- ৬৯২৯। সহিহ।

[←92]

সহিহ বুখারি- ২২৩৭, ২২৮২, ২৩৪৬, ৫৭৬১; সহিহ মুসলিম- ১৫৬৭।

[←93]

সহিহ বুখারি- ২১৬১; সহিহ মুসলিম- ১৫২৩; সুনানে আন নাসাঈ- ৪৪৯২-৪৪৯৪; সুনানে আবু দাউদ- ৩৪৪০।

তাউস রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর এ কথার অর্থ কী?' তিনি বললেন, 'শহরে লোক গ্রাম্য লোকের হয়ে যেন প্রতারণামূলক দালালী না করে'- (বুলগুল মারাম- ৮০৭)। - অনুবাদক।

[←94]

সহিহ মুসলিম- ১৬০৫।

[←95]

সুনানে আবু দাউদ- ১১৬৯। সহিহ।

[←96]

সুনানে আবু দাউদ- ১৫৫৫। আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। যুবাইদি একে 'আল-ইলতিহাফ' ৫/১০০) এবং মুনযিরী 'আত-তারগীব' (হাঃ ২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আবু সাঈদ খুদরি সূত্রে। আলবানি রহিমাহুল্লাহ বলেন এর সানাদ দুর্বল।

[←97]

আবু দাউদ।

[←98]

সহিহ বুখারি- ৫৩৫২।

[←99]

সহিহ বুখারি- ১৪৪২।

[←100]

সহিহ মুসলিম- ২৯৮৪।

[←101]

সহিহ মুসলিম- ২৫৫৭।

[←102]

জামে আত তিরমিযি- ৮১০। হাসান।

[←103]

জামে আত তিরমিযি- ২৩৪৪। হাসান।

[←104]

জামে আত তিরমিযি- ২৪৬৬। হাসান।

[←105]

জামে আত তিরমিযি- ১৬৫৫; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২৫১৮। হাসান।

[←106]

সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈকা নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। নারীটি যখন দেখল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল।

এমতাবস্থায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিদের একজন বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ নারীর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন।" আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ

"তোমার কাছে কি কিছু আছে?"

সে বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আল্লাহর কসম কিছুই নেই।" তিনি বললেন,

اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا

"তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না!"

এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, "আল্লাহর কসম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কিছুই পেলাম না।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"দেখ কিছু পাও কিনা, একটি লোহার আংটি হলেও!"

তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, "আল্লাহর কসম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! একটি লোহার আংটিও পেলাম না' কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে।" সাহাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার কোনো চাঁদর

ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ

"এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না।"

লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষন সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনালেন। যখন সে ফিরে আসল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে?"

সে উত্তরে বলল, "অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে।" সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ

"তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিরাওয়াত করতে পার?"

সে উত্তর করল, হ্যাঁ! তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"যাও তুমি যে পরিমান কুরআন মুখস্থ রেখেছ, উহার বিনিময়ে এ নারীকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম।" (সহিহ মুসলিম- ১৪২৫)

[←107]

দুররে মানসুর ৫/৮০৮১।

[←108]

জামে আত তিরমিযি- ২৩৪৫। সহিহ।

[←109]

সহিহ বুখারি- ২৮৯৬।

[←110]

সহিহ বুখারি- ২১১০।

[←111]

সুনানে ইবনে মাজাহ- ৪১০৫। সহিহ।

[←112]

সুনানে ইবনে মাজাহ- ৪০১৯। সহিহ।

[←113]

সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম, সুনানে আত-তিরমিযী।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

[←114]

এক্ষেত্রে আমরা তাফসিরে ইবনে কাসির, তাফসিরে মা'রেফুল কুর'আন-এর সহায়তা নিয়েছি।

[←115]

সুনান ইবনু মাজাহ; মুসনাদ আহমাদ। সনদ যঈফ।

[←116]

সহিহ বুখারি; মুসনাদ আহমাদ; ফাতহুল বারী ৩/২৯৫।

[←117]

সহিহ মুসলিম; সুনান আবূ দাউদ; সুনান ইবনু মাজাহ; মুসনাদ আহমাদ

[←118]

সহিহ মুসলিম- ১০১৫

[←119]

সহিহ মুসলিম; ফাতহুল বারী- ১/১৫৩।

[←120]

সহিহ বুখারি।

[←121]
সহিহ মুসলিম।

[←122]
মুসনাদ আহমাদ -১/৩৬

•

•